পূজারী অ্যাটলান্টা

দুর্গা পূজা, ২০০১

Shree Shree Durga Puja

শ্রীশ্রী দুর্গা পূজা

Pujari Atlanta

Durga Puja 2001

সূচীপত্র

অনুষ্ঠানসূচী ২

সম্পাদকীয় ৫

চণ্ডীতে মহিষাসুরমর্দিনীর আবির্ভাবের বর্ণনা.. ৬

রূপকের অন্তরালে শ্রী শ্রী চণ্ডী.. ৮

রজনীগন্ধা.. ১১

চমক.. ১১

স্পন্দন ১২

Web Site.. ১৩

ইট ইজ এ মীরাকল.. ১৪

চৌষট্টির প্রত্যুষে.. ১৫

মনে কি দ্বিধা ১৬

নরখাদক.. ২১

গল্প লেখা ২২

Tulip Fields.. 23

Drawing by Priyanka Mahalanabis.. 24

Halloween Night.. 24

Drawing by Anisha Dutta 25

Gold Nugget.. 26

Afghanistan.. 27

God Bless America.. 27

বিবিধ

আল্পনা প্রতিযোগীতা	১০টা - ১১ টা, ২০ অক্টোবর
ছোটদের বসে আঁকো	১০টা - ১১টা, ২০ অক্টোবর
বাংলা প্রশ্নোত্তর	১১টা - ১২টা, ২০ অক্টোবর

অনুষ্ঠানসূচী

শরৎ আলোর অঞ্জলি

পরিচালনা ও পরিকল্পনা - জবা ঘোষ

পরিবেশনায় - জবা ঘোষ, শ্রাবণী ভট্টাচার্য্য, ঝুমা সেনগুপ্ত

তবলা - প্রসূন ভট্টাচার্য্য

আবৃত্তি - রিক সাহা

নৃত্য - প্রিয়াঙ্কা রায়

গান - কুণাল মিত্র

কীবোর্ড - রোহিত রায়

নৃত্য - কৃতি নন্দী, সোহিনী মুখোপাধ্যায়, রাজ দাস, অনীষা দত্ত ও রুচি মিত্র

গান - সুস্মিতা দত্ত

তবলা - প্রসূন ভট্টাচার্য্য

নৃত্য ভারত নাট্যম - অনুপমা

গান - অনন্যা পাল

গান - ইন্দ্রানী গাঙ্গুলী

গান - অশোক বাসু

পূজারী সম্বন্ধে দু-চার কথা - কল্লোল নন্দী

নৃত্যনাট্য - আলীবাবা

পরিচালনা ও নৃত্যপরিকল্পনা - বহ্নি নন্দী

অংশগ্রহণে - অনন্যা রায়, পৃথা বণিক, সম্প্রীতি দে, মলি পাল, রুচি মিত্র, রোহিত রায়, সোহম পাল, তিতি রায়, তুয়া রায় এবং অহনা

নাটক - জয় মাকালী বোর্ডিং

পরিচালনা - দিপঙ্কর মিত্র

অভিনয়ে - দিপঙ্কর মিত্র, সবরী রায়, সুতপা দাস, কান্তি দাস, সুশান্ত সাহা, অমিতাভ সেন, শুভজিৎ রায়, অনিন্দ্য দে, মৃদুল পাল, প্রসেনজিৎ দত্ত ও শঙ্কর সেনগুপ্ত

Hilton

Atlanta Northwest

2055 SOUTH PARK PLACE
ATLANTA, GA 30339
TEL: 770 953 9300
1 800 234 9304
www.hiltonw.com

INDIAN CATERING
FOR YOUR
WEDDINGS
BIRTHDAYS
CONFERENCES
OUTINGS
CEREMONIES
GUEST ROOMS
12 BANQUET ROOMS
UO TO 450 PEOPLE
CULTURAL ENTERTAINMENT
AND DECORATIONS

STAY AT OUR HILTON
THROUGH DECEMBER 31, 2001
AND PAY **ONLY** $59 PER NIGHT
CALL FOR DETAILS & AVAILABILITY

CONTACT : ARTI (770 953 9300 EXT. 7142)

ESTD 1971

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

VITHA JEWELERS

ESTD 1971

A Trusted Name in Jewelry for Over 25 Years

CHICAGO • ATLANTA • NEW YORK

ATLANTA SHOWROOM

1594 Woodcliff Drive, Suite B
Atlanta,Georgia 30329
(404) 320-0112 • (404) 633-5406

Oldest Goldsmith in USA

24 Kt. Gold Bars Coins Bangles & Chains

Silver Ornaments, Corals, and Pearls.

Presenting a large Collection of 22kt. Gold jewelry in artistic Indian Designs, brought to you exclusively

★ RINGS ★ CHAINS ★ PENDANTS ★ NECKLACES ★ 4 PIECE SETS ★ MANGALSUTRA ★ WEDDING BANDS ★ BABY RINGS & BRACELETS

Fine quality CZ Jewelry in 22kt. and much, much more.

MAIL ORDERS ACCEPTED

REPAIRS DONE ON PREMISES

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে আবার পূজো এসে গেল। বাঙালীর প্রাণের, বাঙালীর মনের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা, আনন্দ ও স্ফূর্তি, নতুন পুরণো মানুষজনের সাথে মেলামেশা ও বন্ধুত্ব - সবেরই প্রকাশে ও অভিব্যক্তিতে, পটভূমিকায় ও প্রেক্ষাপটে এই দূর্গা পূজা।

অবাক লাগে, প্রকৃতিও যেন ঠিক এই সময়েই তার ভাণ্ডারের সুন্দরতম পোষাক ও অলঙ্কারে নিজেকে সুসজ্জিত করে। আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ, গাছের পাতায় অপরূপ লাল ও সোনালী রং, হাল্কা রোদে বসে পাখীদের ওম নেওয়া - হঠাৎ যেন মনে হয় চারদিকে একটা খুশীর জোয়ার বয়ে চলেছে।

শারোদৎসবের এই মহালগ্নে পূজারীর তরফ থেকে আপনাকে জানাই সাদর অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে আমাদের সামান্য প্রচেষ্টাকে অসামান্য করে তোলার জন্য জানাই অজস্র ধন্যবাদ।

বছরের এই ঋতু, যাকে পাশ্চাত্যে বলে Fall বা Autumn এবং প্রাচ্যে বলে শরৎ, সবার কাছেই অতি প্রিয় ও আনন্দের। এবছর তার অন্যথা হওয়ার কোন কারণ ছিল না, যদি না কিছু দুরভিসন্ধিকারী হঠাৎ করে কয়েক সহস্র মানুষের হাসি, আনন্দ ও সুখ কেড়ে নিয়ে তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও নিকটবর্তী পরিবারের জীবন চিরকালের জন্য কালিময় না করে দিত। আজ তাই দূর্গা পূজার এই খুশীর অবসরে আসুন অন্ততঃ কিছুক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করি কোন এক অজানা ছোট্ট ছেলে বা ছোট্ট মেয়ের জন্য যে কিছুতেই বুঝতে পারে না কেন তার বাবা বা মা কোনদিনের জন্য আর বাড়ি ফিরবে না, কেন তাকে আর কোনদিন কোলে তুলে নেবে না, কেন তাকে নিয়ে যাবে না Christmas -র জন্য সুন্দর সুন্দর জামাকাপড়, বই ও খেলনা কিনে দিতে। অথবা সমবেদনা জানাই কোন এক দুঃস্থ পরিবারের জন্য যাদের একমাত্র রোজকার করার মানুষটাকে চিরকালের জন্য নিয়তি নিষ্ঠুর ভাবে কেড়ে নিয়ে তাদের জীবনের আশাকে অসীম আঁধার ও অনিশ্চয়তায় ভরে দিয়েছে।

To learn more about Pujari and our activities, please visit our web site at www.pujari-atlanta.org

চণ্ডীতে মহিষাসুরমর্দিনীর আবির্ভাবের বর্ণনা

সমর মিত্র
ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

যখন মহিষাসুর অসুরাধিপতি
আর দেবতার রাজা ছিল পুরন্দর,
সে সময় দেবাসুরে হয়েছিল অতি
ঘোর যুদ্ধ পূর্ণ এক শত বৎসর। ১

অসুরসেনানী সেই মহাবলবান
জয় করি দেবসৈন্যে আনিল স্ববশে,
হার মানি দেবতারা করিল প্রদান
ইন্দ্রত্ব মহিষাসুরে বাধ্য হয়ে শেষে। ২

লয়ে পদ্মযোনি প্রজাপতিকে সম্মুখে
পরাজিত দেবগণ করিল গমন
যেথা আছে আশুতোষ আর আছে সুখে
গরুড় ধ্বজেতে যার সেই নারায়ণ। ৩

উপবিষ্ট বিষ্ণু আর শিবেরে প্রণমি
আদ্যোপান্ত দেবগণ করে নিবেদন
পরাভবি তাহাদের ত্রিলোকের স্বামী
কেমনে মহিষাসুর হয়েছে এখন। ৪

সূর্য্য ইন্দ্র অগ্নি আর বায়ু চন্দ্র যম
বরুণাদি দেবতারা সব অধিকার
হারাইয়া করে ভোগ দুর্দশা চরম
ভাবিছে কেমনে এর হবে প্রতিকার। ৫

দুরাত্মা মহিষাসুর দ্বারা দেবগণ
স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়ে এই ভবে
মরণশীলের মত করে বিচরণ
লাঞ্ছনার তীব্র জ্বালা সহিয়া নীরবে। ৬

দেবশত্রুদের অত্যাচার সবিস্তারে
বর্ণি ব্রহ্মা শিব আর নারায়ণে বলে,
এসেছি শরণ নিতে তোমাদের দ্বারে
অসুরের বধোপায় কর সবে মিলে। ৭

শুনি দেবনিগ্রহের সব বিবরণ
ক্রোধাবিষ্ট শম্ভু আর মধুসূদনের
ভ্রুকুটি কুটিল হল গম্ভীর আনন
নিধন আসন্ন বুঝি হল অসুরের। ৮

চক্রধারী বিষ্ণু আর ব্রহ্মা ও শিবের
বদন হতে সে ক্রোধ হল নিষ্ক্রামিত
মহাতেজরূপে, দেখি দেহ দেবেন্দ্রের,
অন্যান্য দেবতাদের হল বিকম্পিত। ৯

কম্পমান সব দেবদেহ হতে ক্রমে
বহির্গত হল আরো বহু তেজোরাশি,
সম্মিলিত হয়ে তাহা সেই দেবাশ্রমে
চমকিত করে সবে গগন উদ্ভাসি। ১০

সর্বদেবদেহজাত সে তেজ বিস্তৃত
হল দিকে ও দিগন্তে, দেখে সুরগণ
অতুল সে জ্যোতিপুঞ্জ হইয়া সংহৃত
জ্বলন্ত পর্বতরূপ করেছে ধারণ। ১১

সম্মিলিত দেবশক্তি হল ঘনীভূত
আরো, অতঃপর ব্যাপ্ত করি ত্রিভুবন
স্বদ্যুতিতে, দেবগণে করি অভিভূত
অপরূপা নারী এক দিল দরশন। ১২

শম্ভুর তেজেতে সৃষ্ট দেবীর বদন
কেশ সৃষ্ট যমতেজে, ভ্রুদ্বয় সন্ধ্যার,
দন্ত প্রজাপতি তেজে, অনিল শ্রবণ,
দেহমধ্য ইন্দ্র, আর চরণ ব্রহ্মার। ১৩

করাঙ্গুলি বসুতেজে, পদাঙ্গুলি রবি,
বিষ্ণুতেজে বাহু আর চন্দ্রতেজে স্তন,
জঙ্ঘা উরু বরুণের, নিতম্ব পৃথিবী,
কুবের নাসিকা আর অগ্নি ত্রিনয়ন। ১৪

অন্য অন্য দেবতার তেজেতে শিবার
অন্য অন্য অংশ সৃষ্ট হয়ে করে পূর্ন
দেবীদেহ, সেই দৃশ্যে আনন্দ সবার,
মহিষাসুরের ঘোর দর্প হবে চূর্ন। ১৫

দেবীকে পিনাকপানি দিল উপহার
শূল হতে শূলান্তর করিয়া সৃজন,
চক্রধারী চক্র দিল চক্র হতে আর
বরুন শঙ্খ ও পাশ, শক্তি হুতাশন। ১৬

মরুৎ ধনুক দিল আরো দিল আনি
বানপূর্ন দুই তূন সুবিশাল অতি,
দণ্ড হতে দণ্ডান্তর দিল দণ্ডপানি
অক্ষমালা কমণ্ডলু ব্রহ্মা প্রজাপতি। ১৭

ঐরাবতগজকণ্ঠ হতে ঘণ্টা আর
বজ্র হতে বজ্রান্তর করি আকর্ষন,
ভক্তিনম্র চিত্তে আনি দিল উপহার
অমরাধিপতি ইন্দ্র সহস্রলোচন। ১৮

সর্বরোমকূপে রশ্মি দিল দিবাকর,
খড়্গ ও নির্মল চর্ম আনি দিল কাল,
মনোরম হার দুই অজর অম্বর,
ক্ষীরোদসমুদ্র দানে হইল উত্তাল। ১৯

দিল দিব্য চূড়ামনি অঙ্গদ কুণ্ডল,
শুভ্র অর্ধচন্দ্র আর বাহুর কেয়ুর,
সর্ব অঙ্গুলির অঙ্গুরীয়ক উজ্জ্বল,
অনুপম গ্রীবাবন্ধ, দুইটি নূপুর। ২০

বিশ্বকর্মা দিল অতি নির্মল কুঠার,
নানা অস্ত্র আর বর্ম উজ্জ্বল অভেদ্য,
অম্লান পঙ্কজ দিয়ে শির বক্ষ হার,
জলধির দান আরো এক মহাপদ্ম। ২১

সিংহবাহিনীকে সিংহ দিল হিমগিরি,
দিল আরো নানাবিধ মনি আর রত্ন,
ধনপতি দিল এক পাত্র সুরা ভরি,
আশ্চর্য্য সে পানপাত্র নাহি হয় শূন্য। ২২

সর্বনাগাধিপ যেই মহাবীর্যবান
বহিছে আপন শিরে পৃথিবীর ভার,
করিল সে শেষনাগ দেবীকে প্রদান
মহামনিবিভূষিত এক নাগহার। ২৩

অবশিষ্ট সুরগন আনি দিল বহু
দিব্য অস্ত্রশস্ত্র আর বসনভূষন,
সম্মানিতা দেবী অট্টহাসে মুহুর্মুহু,
সেই তীক্ষ্ণ উচ্চনাদে ভরিল গগন। ২৪

শুনি সেই নিনাদের প্রতিধ্বনি ঘোর
বিক্ষুব্ধ সমস্ত লোক হল বিকম্পিত,
সসাগরা বসুন্ধরা আর মহীধর
বিচলিত দেখে দেবগন উল্লসিত। ২৫

সম্মিলিত দেবগন প্রশান্ত অন্তরে
দেবী সিংহবাহিনীর গায় জয়গান,
সেই সাথে যোগ দিয়ে মুনিগন করে
শ্রদ্ধায় আনত চিত্তে স্তব স্তুতি ধ্যান। ২৬

রূপকের অন্তরালে শ্রীশ্রীচণ্ডী

সমর মিত্র

মার্কণ্ডেয় পুরানের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবাসুরের যুদ্ধের তিনটি কাহিনী আছে। বস্তুত পুরানের রচয়িতা মার্কণ্ডেয়মুনি নিজেই। আসলে পুরান রচনা করে ঋষি যাঁদের শুনিয়েছিলেন তাঁরা আবার অন্যদের শোনানোর সময় মার্কণ্ডেয় বলেছেন বলে সুরু করেছিলেন এবং পুরানটি সেইভাবেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। মহাভারত যেমন ব্যাসমুনির রচনা হলেও তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন অর্জুনের পৌত্র জন্মেজয়ের রাজসভায় সেই কাহিনী যেভাবে বলেছিলেন এবং তাই শুনে সুতমুনি আবার নৈমিষারণ্যে অন্যান্য মুনিদের কাছে যেভাবে বর্ননা করেছিলেন আমরা সেইভাবে লেখা মহাভারত পড়ি। তেমনি মার্কণ্ডেয়ও সরাসরিভাবে দেবাসুরের যুদ্ধের বর্ননা দেননি। বলেছেন মেধাঋষির মুখ দিয়ে। ঋষির আশ্রমে সেই বর্ননার শ্রোতা দুজন, রাজা সুরথ আর সমাধি নামে এক বৈশ্য। মাঝেমাঝে সুরথ প্রশ্ন করেছেন। দৃশ্যটি কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জুনের কথোপকথনের সঙ্গে তুলনীয়।

তবে মহাভারতের ঘটনা আর চরিত্রগুলি চণ্ডীর কাহিনীগুলির মত অতখানি অপার্থিব নয় তাই এগুলির সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। যেমন প্রথম অধ্যায়ের মাঝামাঝি অর্নবমধ্যে শেষনাগের শয্যায় যোগনিদ্রামগ্ন বিষ্ণুর নাভিপদ্মে পিতামহ ব্রহ্মার আবির্ভাব আর বিষ্ণুর কানের ময়লা থেকে মধু আর কৈটভ নামে দুটি অসুরের সৃষ্টির বর্ননা। এর পরে আমরা দেখি অসুরদুটি ব্রহ্মাকে দেখে হত্যা করতে উদ্যত হলে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জাগানোর জন্যে মহামায়ার স্তব করলেন। দেবী তুষ্টা হয়ে বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা থেকে মুক্তি দিলে পাঁচহাজার বছর ধরে বিষ্ণু অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের হত্যা করলেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে মহিষাসুর আর শুম্ভ নিশুম্ভের দুটি কাহিনী আছে। এ দুটি কাহিনীও চমকপ্রদ কিন্তু প্রথমটির মতই অপার্থিব।

প্রথম অধ্যায়ের সুরুও একটু অসাধারনভাবে করেছেন মার্কণ্ডেয়মুনি। প্রথম দুটি শ্লোকে বলছেন এই কাহিনী মহাভাগ্যবান সূর্য্যপুত্র সাবর্নির, মহামায়ার অনুগ্রহপূত যিনি পরে অষ্টম মনু হয়েছিলেন। মনু হবার আগে ইনিই রাজা সুরথ নামে পরিচিত ছিলেন। সূচনাতেই প্রশ্নের অবকাশ থেকে গেল কারন সূর্য্যপুত্র আর অষ্টম মনু ঐতিহাসিক চরিত্র নয়, হতে পারেও না। অতএব এই চরিত্র হয় কল্পিত নয়তো মুনি রূপকের আচ্ছাদন ব্যবহার করেছেন বলে ধরে নিতে হবে।

রূপক আছে কি নেই সে কথা মুনি নিজে বলেননি তবে এ নিয়ে গবেষনা করতে গিয়ে যে তথ্যের সন্ধান মেলে তা খুবই চমকপ্রদ। সাবর্নি এই নামটি নিয়ে ভাবলেই বোঝা যায় যে ইনি সবর্নার পুত্র অর্থাৎ এঁর মায়ের নাম সবর্না। প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী তাহলে বলা যায় যে সবর্না সূর্য্যের স্ত্রী। সূর্য্যের মত বর্ন বা সূর্য্যের অঙ্গ বা অংশ এই পৃথিবী যিনি সূর্য্যের তেজধারন করে জীবন সৃষ্টি করেন। সেই হিসেবে পৃথিবী সূর্য্যের স্ত্রী এবং জীবমাত্রের মাতৃস্বরূপা। তাই সাধারন অর্থে জীবমাত্রেই আর বিশেষ অর্থে মানুষমাত্রেই সাবর্নি বলে আত্মপরিচয় দিতে পারে।

যিনি ব্যষ্টিভাবাপন্ন ক্ষুদ্র মানবচৈতন্য থেকে সমষ্টিরূপ মহান মানবচৈতন্যে উন্নীত হতে পেরেছেন তিনিই মনুত্ব লাভ করেছেন। মন্ ধাতু যার অর্থ বোধ বা জ্ঞান তাই থেকে মনু শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। শাস্ত্র এই বোধ বা জ্ঞান চোদ্দটি স্তরে ভাগ করেছেন। এই উপাখ্যানের মনু অষ্টম স্তরে উঠেছিলেন। লক্ষনীয় যে চন্দ্রকে মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা হয়। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে মন বা চন্দ্রের একটি কলা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ মনের প্রায় সবটাই অন্তর্মুখী হয়ে যায় বলে এই তিথিটির মর্য্যাদা আছে। অমাবস্যায় মনের সম্পূর্ন বিলয় ঘটে। অষ্টমীতে অর্দ্ধেক বিলয় বলে এই তিথিটিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কালকেও শাস্ত্র কল্পে কল্পে ভাগ করেছেন। প্রতি কল্পে চোদ্দটি মন্বন্তর বা মনুর অন্তর বা এক এক মনুর রাজত্ব। চতুর্দশ মন্বন্তরের পর প্রলয়, সৃষ্টি তখন কারনে মিলিয়ে যায়। প্রতি কল্পে পূর্ব কল্পের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তার অর্থ হল যে সাধনার স্তরভেদ কালাতীত, অপরিবর্তনীয়।

এই অষ্টম মনু হয়েছিলেন রাজা সুরথ। এই নামটিরও বিশেষ অর্থ করা যায়। কঠোপনিষদের ঋষি যে শরীরম্ রথমেব তু (১:৩:৩) বলে মানুষের শরীরের বর্ননা দিতে গিয়ে রথের উপমা ব্যবহার করেছেন তার তুলনা হয়না। গন্তব্যে পৌঁছনর জন্যে রথী যেমন রথ ব্যবহার করেন তেমনি এই ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিসমন্বিত দেহই জীবকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। শাস্ত্র জীবের চরম লক্ষ্য কি সেটা বুঝিয়ে স্বল্পায়ু জীবকে কালক্ষয় না করে এই মরদেহ অবলম্বন করে সেখানে পৌঁছনর কৌশল বর্ননা করেছেন। চণ্ডীতে মেধাঋষির মুখে আমরা সেই তথ্যেরই সন্ধান পাই। অতএব সুরথের অর্থ সুন্দর রথ বা যে রথ সুন্দরভাবে বা নির্বিঘ্নে লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম, এরকম করা যেতে পারে। জন্মার্জিত কর্মফলে সুরথ সেই যোগ্যতা লাভ করেছেন।

অবশ্যই শুদ্ধ সংস্কার নিয়ে জন্মেছিলেন সুরথ। সেই সংস্কার তাকে রাজ্যচ্যুত করে স্বজন আর পরিজনদের স্বরূপ বুঝিয়ে পৌঁছে দিল মেধাঋষির কাছে, সঙ্গী হিসেবে জুটিয়ে দিল আর একজনকে যার নাম সমাধি। এই সমাধি জাতিতে বৈশ্য এবং ধনী। স্ত্রীপুত্র সমস্ত ধন আত্মসাৎ করে সম্বলহীন অবস্থায় তাকে দূর করে দিয়েছে। বৈশ্য, সমাধি ও মেধা এই শব্দগুলিও বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ। যেমন বৈশ্য শব্দটির প্রচলিত অর্থ বাদ দিলে আমরা দেখতে পাই যে প্রবেশার্থক বিশ্ ধাতু থেকে বৈশ্য শব্দটি এসেছে। অর্থাৎ যিনি আত্মরাজ্যে প্রবেশ করতে অনুপ্রানিত তিনিই বৈশ্য। সেখানে প্রবেশ করা মানেই সমাধি যেখানে জ্ঞান, জ্ঞেয় আর জ্ঞাতা এক হয়ে যায়। চণ্ডীর উপাখ্যানের এই বৈশ্য সেই স্তরে পৌঁছেছিলেন। মেধার অর্থ প্রজ্ঞা বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান। আপন আপন কর্মফল সুরথ আর সমাধিকে নানা ঘটনা ঘটিয়ে উপযুক্ত গুরুর কাছে টেনে এনেছিল। সহকর্মী আর নিকট আত্মীয়দের বিশ্বাসঘাতকতাকে আমরা সাধারনত বিপদ বলে মনে করে থাকি কিন্তু ঐভাবে বিপন্ন না হলে এঁরা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের সন্ধান বোধহয় করতেন না আর করলেও খুঁজে পেতেন না। এই বিপদই তাঁদের জীবনে পরম সম্পদরূপে আবির্ভূত হয়েছিল, পৌঁছে দিয়েছিল মেধাঋষির কাছে। জীবননাট্যের শেষ অঙ্কে পৌঁছে দেবার জন্যে ঋষিও যে অপেক্ষা করে আছেন। যোগ্য শিষ্যের সঙ্গে যোগ্য গুরুর মিলন ঘটানো পর্যন্ত কতরকম দৃশ্যই না সৃষ্টি করে চলেছেন জীবননাট্যের রচয়িতা।

সুরথ আর সমাধি তথাকথিত প্রিয়জনদের দ্বারা প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়েছেন বলে বুঝতে পেরেও তবু তাদেরই চিন্তায় কেন যে ভারাক্রান্ত সেই সমস্যায় জর্জরিত হয়ে উপস্থিত হলেন মেধাঋষির কাছে। ঋষি বোঝালেন এই হল মহামায়ার লীলাখেলা। সাধারন জীব তো দূরের কথা, তিনি জ্ঞানীদের চিত্তও সবলে আকর্ষন করে মোহমুগ্ধ করেন। ইনি নিত্য, সূক্ষভাবে তিনি সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছেন আবার স্থূলভাবে এই জগৎই তাঁর মূর্তি। তবুও সৃষ্টিরক্ষার জন্যে মাঝেমাঝে তিনি বিশেষ মূর্তি পরিগ্রহ করেন।

এই মহামায়ারই প্রভাবে ভগবান বিষ্ণুকেও যোগনিদ্রায় অভিভূত হতে হয়। মেধাঋষি তারপরে এক পৌরানিক কাহিনী বললেন। কারন থেকে জগৎ সৃষ্ট হয়, আবার কারনে লয়প্রাপ্ত হয়। এইভাবে আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। যতক্ষন সৃষ্টি থাকে ততক্ষন বিষ্ণু তার রক্ষনাবেক্ষন করেন। লয় হয়ে গেলে বিষ্ণুর ছুটি, তিনি তখন কারনসমুদ্রে কুণ্ডলীকৃত শেষনাগের শয্যায় যোগনিদ্রামগ্ন হয়ে থাকেন। সৃষ্টির সময় হলে তাঁর নাভিকমলে হয় ব্রহ্মার আবির্ভাব। সেই ঘটনা ও তার পরের পরের ঘটনাগুলি আমরা এই প্রবন্ধের গোড়ায় উল্লেখ করেছি।

সৃষ্টির প্রারম্ভে এই ধরনের ঘটনা ঘটে কিনা সেই প্রশ্ন করলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে ভাণ্ডে' এই কথা কটি মনে পড়ে যায়। অর্থাৎ সমষ্টিতে যা ঘটে ব্যষ্টির মধ্যেও তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। সে যাই হোক না কেন, মানুষের জন্ম, স্থিতি আর মৃত্যুর মধ্যে যে রহস্য আছে তার সঙ্গে এই কাহিনীর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মৃত্যু হলে দেহ বিনষ্ট হয় কিন্তু আত্মা বা প্রানশক্তি জীবদ্দশার অপূর্ন বাসনা নিয়ে সূক্ষ্মদেহে পরবর্তী দেহধারনের জন্যে অপেক্ষা করেন। সে সময়টুকু এই প্রানশক্তি বা বিষ্ণুর নিদ্রিত অবস্থা আর অপূর্ন অবশিষ্ট বাসনাসমূহ কুণ্ডলীকৃত শেষনাগের শয্যা এবং এক জন্ম থেকে পরের জন্মের ব্যবধান কল্পের সঙ্গে তুলনীয়। তেমনি নাভিকে মূলাধার বলা হয়, ঐখানেই সৃষ্টির সূত্রপাত তাই বিষ্ণুর নাভিকমল আর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ছবি এঁকেছেন ঋষি। সৃষ্টিকার্যের জন্যে সংকল্পের প্রয়োজন, মানুষ মন দিয়ে সংকল্প করে, ব্রহ্মা তাই সংকল্পশক্তি বা মনের প্রতিভূ। বিষ্ণুর কর্নমলের কর্ন বলতে শব্দ যা আকাশের গুন সেই আকাশকে বোঝায় আর মল শব্দটি হল আবরন শক্তি যা স্বচ্ছ চিদাকাশকে আবৃত করে। মধু ও কৈটভ এই দুই অসুর কারা ? মধু শব্দের অর্থ আনন্দ আর কৈটভের অর্থ কীটের মত যার প্রকাশ। দাঁড়াল এই যে এই দুই অসুর এক জোটে পঙ্গপালের মত লক্ষ লক্ষ বাসনাপূর্তির আনন্দের লোভ দেখিয়ে জীবকে বিভ্রান্ত করে, আত্মার শুদ্ধরূপের দর্শন থেকে বঞ্চিত করে। একেই বোধহয় ঈশোপনিষদের ঋষি, বিভ্রান্ত জীবের আত্মহনন (তৃতীয় শ্লোক) বলে বর্ননা করেছেন। এই যে ছবিটি এঁকেছেন মেধাঋষি তাকে রূপক হিসেবে মধু ও কৈটভের ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হওয়া বলে মনে করা যেতে পারে।

মধু ও কৈটভের সত্য পরিচয় পেলেও তাদের কাছ থেকে নিস্কৃতি পাওয়া সহজসাধ্য নয়। এদের প্রতিহত করার শক্তি যার আছে সেই প্রানশক্তি বা চিত্তবৃত্তিকে মহামায়া তাঁর সংসারের স্থিতি আর রক্ষনের জন্যে মোহমুগ্ধ করে রেখেছেন। তাই মোহিত জীবের আপাতদৃষ্টিতে যখন জাগ্রত অবস্থা বা দিন, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে শ্রীভগবান গীতায় (২ : ৬৯) তাকে রাতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু মায়ের যে সন্তান এই লীলাখেলা বুঝতে পেরে সেই মায়ের শরনাপন্ন হতে পারবেন তার বেলায় এই কাহিনীর পরিশিষ্ট আলাদা। আর অন্য যারা এই খেলার আভাস পাননি বা পেলেও মহামায়ার শরন নিয়ে উঠতে পারেননি জন্মমৃত্যুর চক্রে তাদের ঘোরা শেষ হয়না।

মায়ের শরন নিতে পারলে তাঁর প্রসাদে মোহ নষ্ট হয়। প্রানশক্তি জাগ্রত হলে বহুত্ব থেকে কনা কনা আনন্দের সন্ধান ও আহরনের প্রচেষ্টা থেকে জীবের নিবৃত্তি হয়। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন এক মহাযুদ্ধের। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ভোগ্য সহস্র

সহস্র বিষয় থেকে আনন্দ আহরনের বিরামহীন প্রচেণ্টা থেকে নিবৃত্ত হবার জন্যে যে সংগ্রাম তাকেই ঋষি পাঁচহাজার বছর ধরে বিষ্ণুর সঙ্গে মধুকৈটভের যুদ্ধ বলে বর্ননা করেছেন। অসুররা ক্লান্ত হয়েও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। তারা একটা কৌশল করল। বিষ্ণুকে বর দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চাইল। তাতে তিনি বললেন যে তোমরা আমার বধ্য হও। বিষ্ণুর হাতে অসুরদের ধ্বংস অবধারিত কিন্তু তার পূর্বমুহূর্তের একটি অতি আশ্চর্য্য দৃশ্যের ছবি আঁকলেন ঋষি। সেই দৃশ্যে দেখা যায় যে চারদিক জলে ঢাকা এবং আত্মোৎসর্গ করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই দেখে অসুররা বিষ্ণুকে বলছে যে এই জলের মধ্যে নয়, যেখানে জল নেই তেমন কোনখানে আমাদের তুমি বধ কর। তখন বিষ্ণু শঙ্খ চক্র ও গদাধারী মূর্তি ধারন করলেন আর তথাস্তু বলে অসুরদের মাথা তাঁর উরুতে রেখে সুদর্শন চক্র দিয়ে কেটে ফেললেন।

এই জল যা এর আগে কারনসলিল বলে উল্লিখিত হয়েছে তাকে অসংখ্য বিন্দুসমষ্টি, আর জলের গুন হল রস এইভাবে চিন্তা করলে অসুরদের প্রার্থনার যে অর্থ দাঁড়ায় তা হল লক্ষ বাসনা থেকে বিন্দু বিন্দু আনন্দের সন্ধান আর নয়, এই সবের উৎস যেখানে সেই ভূমা বা পরমানন্দের সন্ধানে রত হবার প্রবৃত্তি দাও। অসুররা এতক্ষন শত্রু ছিল, এবার তারা মিত্র হতে চাইছে। গীতায় (৬ : ৬) শ্রীভগবান অর্জুনকে আত্মাই আত্মার বন্ধু আবার আত্মাই আত্মার শত্রু বলে এই একই তত্ত্ব বুঝিয়েছিলেন। শঙ্খ বস্তুটি নাদ বা ওঁকারের প্রতিভূ, পূন্যকর্মের সূচনায় আর সমাপ্তিতে ওঁ উচ্চারন করার নির্দেশ আছে। তেমনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বা সুখের পরে দুঃখ এবং দুঃখের পরে সুখ এই চক্র হল জগতের রূপ। এই চক্রটিকে বুঝতে পারলে জগতের দর্শনে অসুন্দর বলে কিছু থাকেনা। তাই বুঝি এই চক্রটির নাম সুদর্শন। গদা শব্দটি এসেছে গদ্ ধাতু থেকে যার অর্থ হল ধ্বনি বা বলা। ধ্বনির মাধ্যমেই জ্ঞানলাভ হয়। এখানে যে জ্ঞানের বর্ননা দিয়েছেন ঋষি, অসুরদের মাথা কাটার মধ্যে সেই জ্ঞানেরই প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

জড় থেকে চৈতন্যকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে যে প্রচেণ্টা তাকে সাধনার একটা বিশেষ স্তর বলা যায়। আমরা জীবদেহে চৈতন্য আর জড়ের এক অপূর্ব মিশ্রন দেখতে পাই। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচটির জ্ঞান আমরা যে ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে লাভ করি তার সবগুলিই গলার ওপরে। সেভাবে দেখলে মাথাকে চিৎ আর দেহের বাকিটা জড় বা অচিৎ বলে ভাবতে পারা যায়। তাই মাথা কেটে ফেলাকে চিদচিৎবিশিণ্ট জীবের চিৎ আর অচিৎকে আলাদা করার বর্ননা বলে ভাবা যেতে পারে। আবার জড়ের স্থূলতম রূপটি হল ভূমি যাকে বিষ্ণুর উরু বা জঘনদেশ বলে বর্ননা করা হয়েছে। জড় থেকে চৈতন্যকে আলাদা করতে এই স্থূলতম ক্ষেত্রের আশ্রয় নিতেই হয়, জীবদেহ ছাড়া এই ভেদ বোঝার অন্য উপায় নেই। মানুষের দেহই এই সাধনার একমাত্র ক্ষেত্র।

চণ্ডীর পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তো বটেই প্রথম অধ্যায়ের কাহিনীর মধ্যেও আরো অনেক ভাবার বিষয় রয়েছে। ব্রহ্মা যে মন্ত্রগুলি বলে দেবীর স্তব করেছিলেন ভাবে ও ভাষায় সেগুলি অনবদ্য। সূচনায় ঋষি বলছেন যে বিষ্ণু বা হরিকে জাগানোর জন্যে ব্রহ্মা হরিনেত্রকৃতালয়ার স্তব করলেন। দেবীর সে এক অপরূপ বর্ননা, আপন ইচ্ছায় হরির নেত্রে তিনি আলয় করেছেন বা অধিণ্ঠান করছেন। অতএব তিনি নিজে থেকে না সরলে কারও সাধ্য নেই সেখান থেকে তাঁকে সরায়। তবে তাঁর শরন নিয়ে আর্ত হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি তা পূর্ন করেন।

ব্রহ্মার স্তবে সেই শরনাগতি আর আর্তি ফুটে উঠেছে। দেবী ব্রহ্মাকে কৃতার্থ করেছিলেন। হরির নেত্র থেকে সরে গিয়ে তাঁকে তো জাগিয়ে দিয়েছিলেনই তার ওপর ব্রহ্মাকে দর্শনও দিয়েছিলেন। তামসী দেবী বলে ঋষি তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। অন্ধকারে যিনি ডুবিয়ে রেখেছেন সেই তমসা বা অন্ধকারই যে তিনি। ব্রহ্মার স্তবের মধ্যেও সেই বর্ননা, হে দেবি, তুমি কালরাত্রি, তুমি মহারাত্রি, তুমিই আবার মোহরাত্রি (১ : ৫৭)। দেবী কি নন ? এর ঠিক আগের শ্লোকেই (১ : ৫৬) ব্রহ্মা বলেছেন, মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতি মহামোহ মহাদেবী মহাসুরী এ সব তোমারই পরিচয়। সংস্কৃত ভাষার কারিগরীতে এই শ্লোকটির একই সঙ্গে বিপরীত অর্থ করা যায় অথচ পরস্পরবিরোধী দুটি অর্থই সত্য বলে মানতে দ্বিধা হয়না। মহা আর অবিদ্যা এই দুটি শব্দ জুড়লেও মহাবিদ্যা শব্দটিই পাওয়া যায় অর্থাৎ বিদ্যা অবিদ্যা দুইই তিনি। এই শ্লোকের অন্য শব্দগুলিরও ঐভাবে অর্থ করা যায়। তিনি মায়া আবার তিনিই অমায়া, তিনি মেধা আবার তিনিই অমেধা, স্মৃতি অস্মৃতি দুইই তিনি অর্থাৎ তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের এই মহামায়া মাটি এমনই বস্তু।

চণ্ডীর শেষ অধ্যায়ের প্রথমে আমরা দেখি সুরথরাজাকে ঋষি বলছেন যে এই দেবী তোমাকে, বৈশ্যকে ও আরো অনেক অবিবেকিদের এর আগেও মোহগ্রস্ত করেছেন, এখনও করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন, অতএব মহারাজ তুমি মনেপ্রানে তাঁর শরন নাও। তাই চণ্ডীর শিক্ষা হল এই মায়ের কাছে শরনাগতির শিক্ষা। সেই শিক্ষা পেয়ে সুরথ আর সমাধি দেবীর আরাধনা করলে দেবী তাঁদের অভীণ্ট পূরন করেছিলেন। আমাদের জীবনেও আমরা যেন সেই শিক্ষা প্রতিফলিত করতে পারি, এই প্রার্থনা।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

রজনীগন্ধা

সুজন ভট্টাচার্য

শুচিশুভ্র সুচিস্মিতা, রজনীগন্ধা,
হৃদয়হরা সুবাস,
মায়াবীনী তুমি প্রস্ফুটিতা
কানন - অভিসারিকা।
কুন্তলকুঞ্জে শোভা,
জ্যোৎস্নাময়ী রাকা তুমি
ছলনাময়ী অচুম্বিতা,
বনরাজী সুচারিকা।
বিরহকাতর শোকাহতা,
তুমি অম্লান রজনীগন্ধা,
মৃত্যুকে করেছ ম্লান
সুন্দরী, তুমি জীবনের জয়গান।

'চমক'

অজিত কুমার দে

চমকাইতলা! চমক দিতে তুমি আর একা নও।
সঙ্গে রয়েছে তোমার অনেক শরিক
কেশপুর, সিহর, সবং, গড়বেতারা।
তারা উঠে পড়ে লেগেছে জীবনের
ভোল পাল্টাতে, চমকের ছোঁয়া দিতে,
তা- সে যে কোন মূল্যে হোক।
অনুষঙ্গ হল- প্রাণে মারা, ঘর-ছারা করা,
ঘর পোড়ানো আর বিকলাঙ্গ করা।
সঙ্গে আছে তোলা আদায় আর-
মড়া দেহের উপর মাতাল নাচ।
সেদিন কাগজে ছবি দেখলুম-
সবং এর পোড়াঘরের খুঁটি ধরে
দাঁড়িয়ে আছে দুটি শিশু, সামনে
পড়ে আছে বাপ মায়ের মড়া দেহ।
ওদের জন্য কোন ভাষা আছে তোমাদের?
মনে হয় নেইা তাহলে বলা যাক
"খুঁটে খা তোরা শতাব্দীর এই নির্দেশ।"

আমার দিক থেকে- অসময়ে ভগবানের
ঘুম ভাঙিয়ে বলি "একটু তাকিয়ে দেখ
তোমার সার্থক সৃষ্টি- জোড়া ফুল
আর কাস্তে হাতুড়ির জবরদস্ত কসরৎ।
আরও কিছু প্রতীক আসছে শ্মশানভূমির
ভাগ-বাটোয়ারার হিসাব কষতে।
স্থবির ভগবান হয়তো পারবেনা
action-plan বুঝে action নিতে।
ইতিহাস কিন্তু ছেড়ে দেবে না কাউকে।
কষ্টিপাথরে ঘসবে ওদের আর্দর্শ ,
ওদের দেশপ্রেম। আর ছুড়ে ফেলে দেবে
মেকি গাজনদারদের। হয়ত ভগবানকেও
দাঁড় করাবে কাঠগড়ায়। বিহ্বল চোখে
ফুটবে প্রশ্ন- "জামিনদার কোথায় ?"
স্থবির ভগবান হয়তো পারবেনা

(পূর্ব প্রকাশিত)

"স্পন্দন"

শ্যামলী দাস

এক ঝলক হিমেল হাওয়া। হালকা মেঘের লুকোচুরি খেলা। বাতাসে দোলনচাঁপার মিষ্টি গন্ধ। দুরের নীল আকাশে পাখিদের পাখা মেলে সাঁতার।

মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি
কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে

মনের মাঝে গুনগুনিয়ে উঠল সুরের ছন্দ, অনুভূতি আর শিহরণে ভরে উঠল মন প্রাণ।

বিদেশে পা দেওয়া মাত্র কাজে কর্মে স্বপ্নেও একই চিন্তা -- স্বাস্থ রক্ষা অথবা শরীর চর্চা, আজও সেই একই উদদেশে সন্ধ্যে ভ্রমনে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ ঝলক হিমেল হাওয়ায়, মিষ্টি গন্ধে, হারিয়ে গেলাম নিখিলের হৃদয়স্পন্দে! মনে পড়লো কলেজের শারদীয়া ফাংশানে সাগর সেনের উদাড় গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত

"উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে,
ওই-যে তিনি, ওই-যে বাহির পথে ॥
আয় রে ছুটে, টানতে হবে রশি--"

ভাই দিদা বলতো আকাশে বাতাসে আগমনী গান!

উত্তর আমেরিকা প্রতিবেশী রাস্তা ধরে চলেছি, নিপুন হাতে বিস্বকর্মা ছাত্রদের ছবির মতন সাজানো বসতীর মধ্যে দিয়ে কিন্তু মন চলে গেছে বহু পরিচিত অনেক কোলাহল অনেক সুখদুঃখের পাওয়া না পাওয়ার প্রতিবেশীর রাস্তায় -- কতো স্বপ্নের কতো ছন্দের দিনগুলিতে। ছোট্ট ছোট্ট তুচ্ছ ঘটনা, রেলগাড়ীর জানালায় দেখার মতন মনে পড়লো, ভুলে গেলাম সারাদিনের কর্মব্যাস্ত জীবনের ছবি, stock market, prime rate, Dow index, loan, bill payment।

শরতের মেঘের মতন ভেসে এলো একে একে বিশ্বকর্মা পূজা, ঘুড়ীর খেলা, মহালয়া, বোধন, সপ্তমীর সকাল। নূতন শাড়ী পরে আত্মীয় স্বজনের পাসে দাড়িয়ে একই সূরে একই ছন্দে মায়ের পায়ে পুস্পাঞ্জলী।

যা দেবী সর্ব্বভুতেষু শান্তিরুপেণ সংস্থিতা
নমসতস্যৈ নমসতস্যৈ নমসতস্যৈ নমো নমঃ

স্মৃতিতে মনটা গুনগুনিয়ে উঠল, অনেকদিনের না দেখা আত্মীয়দের মুখ মনে পড়লো। ভাবতে ভাবতে বাড়ীর রাস্তায় পৌছে গেলাম। ঘুড়ী কেটে গেলো, লাটাইয়ের সুতো টানতে হলো। সব কিছুর জন্য সময় গোনা, স্বপ্নের জন্যেও সময় বাছতে হয়।

পুরানো স্মৃতিতে মনটা গুমরিয়ে উঠল না। মনে মনে মাকে কৃতজ্ঞতা জানালাম খুশীতে। ২৫ বছর বাদে পাওয়া না পাওয়ার ধাঁধার মাঝে ৩৫৫ দিনের আত্মীয় সঙ্গীদের মাঝে দাড়িয়ে এক মুঠো ফুল মায়ের পায়ে ছুঁড়ে দিয়ে একই সূরে একই ছন্দে বলতে পারবো

যা দেবী সর্ব্বভুতেষু শক্তিরুপেণ সংস্থিতা
নমসতস্যাই নমসতস্যাই নমসতস্যাই নমো নমঃ

"Web Site"

শ্যামলী দাস

পূজোর আগে কদিন নিচের বাইরে ঘরে সকাল থেকে উঠে বসে থাকতাম কারণ শারদীয়া সংখ্যার আকর্ষণ।

বাড়ীতে সবার ছোট হওয়ার বড় জ্বালা। বড় বড় দাদা বৌদীদের হাত থেকে পূজো সংখ্যা বেরিয়ে হাতে এসে পৌঁছতে কালী পূজো কেটে যেতো। তাই প্রতি বছর চেষ্টা করতাম কাগজওলার হাত থেকে নেওয়ার জন্য। আর সঙ্গে সঙ্গে আলমারীর পেছনে লুকানো। আর সময় পেলে চিলে কোটায় বসে তারাশঙ্কর, আশাপূর্নাদেবীর অথবা শঙ্করের লেখা গল্প গুলো কোনো রকমে গেলা। ছোড়দা সব সময় জিজ্ঞেস করতো "শারদীয়া সংখ্যাটা দেখেছিস?" সেদিন হটাৎ বিদেশী এক ভাই জিজ্ঞেস করলো "শ্যামলীদি Pujari র web site দেখেছ?" বাড়ী ফিরে computer খুলতেই মনে হল A Breath of Fresh Air!!

সব সময়ই web site মানেই হয় mortgage rate, travel ticket, prime rate, Dow, stock...

দুজনে হৈ হৈ করে উঠলাম আরে ঐ বাড়ীটা বেশ চেনা চেনা লাগছে! আরে ঐ তো শ্যামবাজারের মোড়ে ট্রামের লাইন! ওটা ঠিক ২৩ পল্লীর ঠাকুর! নিজেরই ভাবতে বেশ গর্বিত লাগছে হাতে গড়া পূজারীর সাফল্য ও ভবিষ্যত ভেবে। কল্পনাকে বাস্তবে নিয়ে আসার জন্য ছোট ভাইবোনদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ইট ঈজ্ এ মির‍্যাক্‌ল্

রেখা মিত্র

আমার ছেলেবেলার বন্ধু ভারতী এসেছে দেশ থেকে বেড়াতে। একদিন রাত্তিরের কাজকর্ম শেষ হলে আমরা দুজন টিভি দেখছিলাম ' ইট ঈজ্ এ মির‍্যাক্‌ল্ ' নামের সিরিয়ালটি। সেদিনের কাহিনী ছিল এক বৃদ্ধের প্রথম জীবনের প্রণয়িনীকে ভুলতে না পারার বিষয়ে। আঠেরো বছর বয়সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিতে হয়েছিল তাঁকে, তার পরে মেয়েটির সঙ্গে তাঁর সংযোগ হারিয়ে যায়। যথাসময়ে দুজনেরই বিয়ে, ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনি সবই হয়েছে, আবার দুজনেই তাঁদের সঙ্গীদের হারিয়েছেন। তার পরে দুজনের কিভাবে দেখা হয়ে গেল এবং বিয়েও হল তাই নিয়ে সেদিনের সত্যি গল্প।

দেখতে দেখতে ভারতীকে বলছিলাম, ' দেখ্ তো কি সুন্দর ঘটনাটা। কতদিন বাদেও ওরা পরস্পরকে ভুলতে তো পারেইনি আবার বিয়ে করে সুখীও হয়েছে। আমাদের দেশে কেন যে এসব হয় না।

ভারতী বলল, ' অনেকদিন তো তুই দেশছাড়া, তাই তোর ওরকম মনে হচ্ছে। আমাদের দেশেও এখন অনেক কিছু হচ্ছে তবে সেগুলোকে কেউ মিরাক্‌ল্ বলে ভাবছে না '।

আমি বললাম ' তুই বিয়ে করিসনি কেন ? পাঁচ বছরের মধ্যে অসিতবাবুকে হারিয়েছিস। তোর তো ছেলেবন্ধু কত ছিল। কতজন তো প্রস্তাবও করেছে আগে। কই, তুই তো পারলি না, এত বছর একলা কাটিয়ে দিলি। তোর কি কষ্ট কম হয়েছে '?

বলল, ' নারে, কষ্ট খুবই হয়েছে। অসিত চলে যাবার পর তখনো অবিবাহিত পুরোনো বন্ধুদের কয়েকজন প্রস্তাবও করেছিল কিন্তু কেন জানিনা অসিতের জায়গায় তাদের কাউকেই বসাতে ইচ্ছে করেনি। কত রাত্তির কেঁদে কাটিয়েছি, নিজেকে বোঝানোর কত চেষ্টাও করেছি। জানিনা ছেলেবেলা থেকে যেভাবে মানুষ হয়েছি বোধহয় তাতেই ঐ ধরনের ভাবনা মনে আশ্রয় পায়নি। তা আমার কথা বাদ দে, এই ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে, আজকাল তো আরো বেশিই ঘটছে। অনেক বিধবাদেরই দেখছি নতুন করে সঙ্গী জুটিয়ে নিতে তবে এদেশের মত সত্তর আশি বছরের বুড়োবুড়ীরা নয়। যারা অল্প বয়সে সঙ্গীহারা হচ্ছে তারা আবার নতুন সঙ্গী জুটিয়ে নিচ্ছে। তোকে দুটো ঘটনার কথা বলি।

প্রায় কুড়ি বছর আগে আমাদের পাড়ার মল্লিকা বিয়ের পাঁচ বছর পরে দুবছরের মেয়ে নিয়ে স্বামী হারিয়ে চাকরি করতে সুরু করে। ক্রমে তার ছেলেবন্ধু হল, বিয়েও হল কিন্তু সাতদিনের নতুন বৌ যে বাপের বাড়ী এল, আর গেল না। ছেলের বাড়ীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা কে কি বলেছে তাই নিয়ে বেঁকে বসল, ছেলেটি আলাদা ঘর পাতবে বলে কত করে বোঝালো কিন্তু সে মেয়ে কিছুতেই আর গেল না। তার দুবছর বাদে তোদের আমেরিকা থেকে একজন ডিভোর্সি এসে ওকে বিয়ে করে এখানে নিয়ে এল। তারও আগের ছেলেমেয়ে ছিল। দশবছর বাদে যখন দেশে গিয়েছিল আমি তখন আমার ভাইঝির কাছে বাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম তাই আমার সঙ্গে দেখা হয়নি, শুনেছি এখানে খুব সুখেই আছে।

আর একটা ঘটনা প্রায় সত্তর বছর আগের। তোর ফুলকাকীকে মনে আছে তো ' ?

আমি বললাম, ' মনে নেই আবার ? আমাদের তো মেয়ের মতই ভালোবাসতেন। তাঁর আবার কি হল ? তাঁর আবার এর সঙ্গে কি সম্পর্ক ? '

ভারতী বলল, ' ফুলকাকা আমার নিজের কাকা নয়। মা মরা সইয়ের ছেলেকে ঠাকুমা মানুষ করেছিলেন নিজের ছেলের মত করে। মনে আছে তো আমরা পূজোর সময় হলে গ্রামের বাড়ীতে যেতাম। বাড়ীর ঐ পূজো বহুদিনের। আত্মীয়স্বজন গ্রামে যাঁরা আছেন তাঁরা ছাড়া আর যাঁরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছেন তাঁরা সকলেই পূজোর সময় দেশের বাড়ীতে জড়ো হতেন। আমাদের সময় রমরমা একটু কমে এসেছিল। বাবা কাকাদের ছেলেবেলায় খুবই ঘটা করে পূজো হত। গ্রামের সকলেই পূজোর সময় ঐ বাড়ীর কাজে যোগ দিত।

ফুলকাকীর নাম ছিল টগর, খুবই সুন্দরী ছিলেন। ছেলেবেলায় উঁর বাবা দেহ রাখেন। মা মেয়ে যৌথ পরিবারে থেকেছেন। ক্রমে মেয়ের বিয়ের বয়েস হল। সংসারের অবস্থা তত ভালো নয় আর বিয়ে মানেই তো একগাদা খরচ তাই কারোর তত গা নেই। এদিকে আমার ছোটকাকা আর ফুলকাকার দুজনেরই টগরকে পছন্দ। দু ভাইও ছিল বন্ধুর মত, টগরকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে জল্পনা কল্পনাও চলতো নিশ্চয়ই। ঠাকুমা ছোটকাকার সঙ্গে টগরের বিয়ে দিলেন

আর তার কিছুদিন পরে ফুলকাকার বিয়ের জন্যে চেণ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ফুলকাকা বিয়ে করতে রাজী হলেন না। সকলেই বলতো ফুলকাকা টগরকে পছন্দ ছিল বলে অন্য কাউকে বিয়ে করতে চান নি।

ছোটকাকাদের সুখেই দিন কাটছিল কিন্তু বিধি বাম, বদরখানেকের মধ্যে ছোটকাকা সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে মাথায় চোট পেয়ে মারা যান। মারা যাবার আগে নাকি ফুলকাকাকে বলে গিয়েছিলেন, ' আমার চেয়ে তুই টগরকে বেশি ভালোবাসিস, ওকে তুই বিয়ে করিস '। বন্ধুর মত দুই ভাইয়ের নিজেদের মধ্যে কথা বিশেষ কেউ জানত না।

এদিকে ছোটকাকার বাৎসরিক কাজের পর ঠাকুমা, যিনি সেকালের তুলনায় খুবই আপটুডেট ছিলেন, তিনি জেদ ধরে বসলেন ফুলকাকার সঙ্গে টগরের বিয়ে দেবেন। কাকু যে প্রথম থেকেই টগরকে ভালোবাসতেন তিনি বোধহয় সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। কাকীর তো কান্নাকাটি, কিছুতেই রাজী হলেন না। মেয়ের বাড়ী থেকেও আপত্তি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠাকুমার জেদই বজায় রইল। বিদ্যাসাগরমশাই তো অনেকদিন আগেই বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, রেজেস্ট্রি করে ওঁদের দুজনের বিয়ে হয়ে গেল। তারপর অনেকদিন সুখে কাটিয়ে তিনমাসের মধ্যে আগে কাকী তারপর কাকু চলে গেলেন।

এসব কথা শুনে তুই অবাক হয়ে গেছিস তো ? আমি আগে কানাঘুসো শুনতাম। আমার বিয়ে হয়ে যাবার পর মার কাছ থেকে সব শুনেছি। তখন তুই এদেশে তাই তোকে আর বলা হয়নি। তুই দেশে গিয়ে দেখা করলে এসব গল্প করার আর সময় হত কৈ ? তুই তো ঘোড়ায় জিন দিয়ে আধঘণ্টার জন্যে দেখা করে আসতিস। এখন সময় আছে এসব বলারও সুযোগ হয়েছে তাই তোর কথার পিঠে বলছি আমাদের দেশেও মিরাক্‌ল্‌ হয়। '

চৌষট্টির প্রত্যূষে

বংশী মুখোপাধ্যায়

এখন আমার মন পৃথিবীর খুব কাছাকাছি
সোঁদা গন্ধে প্রাণ ওঠে মেতে,
যেন কতদিন থেকে
ছেড়ে রেখে গিয়েছি কোথায়। কতদূর?
সে আমিই নিজেই জানিনাকো।
নাড়িতে পড়েছে টান এ মাটির থেকে
যেখানে সে কোন পূণ্যপ্রাতে
আমার পার্থিব দেহ জন্মলাভ করেছিল।
অর্ণব আকাশ
সামগান গেয়েছিল সেই পূণ্যক্ষনে,
আমি আছি, আমি আছি
বর্নালীতে, অন্ধকারে।
সাগরবেলায় আর অতীতের অনুতাপ
আমারই অস্তিত্ব মিশে আছে,
আজকের আমি
তারই ক্ষুদ্র ছবি।
দিন বয়ে গেছে
মাটির আস্বাদ নিয়ে বিড়িছি ক্রমশঃ
ছোট থেকে বড় ব্যবধান।
ভুলে গেছি কে আমি।
এগিয়ে চলেছি
দিক হতে দিকে
কোথায়? একি জানি?
শুধু শুনতে পাই
দিগন্তের পার হতে ভেসে আসে
স্বপ্নময় সুর
মাটির বন্ধন ছিঁড়ে চলে যেতে চাই
সেই মীড় তানে
বৈরাগী ভৈরবী থেকে পূরবীর লয়ে
এই সুর ঝরে যায়।
আমি কোথা যাবো?
মাটি?
মা আমার,
কেঁদে যেন বলছে কোথায়,
কোথা যাস বাছা?
আত্মজ আমার।

মনে কি দ্বিধা ?

মীরা ঘোষাল

তখন ঝর্নার বয়স কত ঠিক মনে নেই, সবে কলেজে ঢুকেছে। তন্বী মোটামুটি সুশ্রী। কিন্তু লাস্য রঙ্গলীলায় অভ্যস্ত নয়। বরং একটু লাজুক ও শান্ত। তখন গরমের ছুটি চলেছে। লম্বা গরমের ছুটিতে ঝর্না বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরেছে। এখন কলেজ খুললেই ভালো।
কিন্তু হঠাৎ একঘেঁয়ে জীবনে অপ্রত্যাশিত ভাবে উদ্দীপনা এল। পাশের বাড়িতে ঝর্নার বয়সী একটি মেয়ে ও তার দাদা গরমের ছুটি কাটাতে এসেছে। তারাও কিছু করতে না পেরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পাশের বাড়ির দশ বছরের মেয়ে নীপা এসে বলল "চল মা তোমাকে ডাকছেন।" ঝর্না অবাক হল। তবু শাড়ী বদলে একটু মুখটা পরিষ্কার করে পাশের বাড়ি গেল।
ঝর্নার বয়সী মেয়েটি খুব আগ্রহ করে ওর সঙ্গে আলাপ করল। দুজনেই ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে নতুন কলেজে ঢুকে দুজনেই খুব উত্তেজিত। তার দাদা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের শেষ বছরে পড়ছে। দুজনেরই স্বাস্থ্য দেখার মত। তারা ছোটনাগপুরের রাঁচীতে থাকে। দুজনেই হস্টেলে থেকে কলকাতায় পড়ে। ওদের বাবা কাকা চা বাগানের মালিক।
প্রথমটা ঝর্না একটু আড়ষ্ট ছিল । একটি অনাত্মীয় যুবকের সাথে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশার সুযোগ ঝর্নার হয়নি। তার ওপর সে স্বভাবতঃ লাজুক।
যাইহোক সপ্তাহখানেক তাস খেলার পর সবাই খুব সহজ হয়ে গেল। দুপুরে রাত্রে তাসের আড্ডা। পাশের বাড়ির মহিলাটি ছেলে মেয়ে দুটির পিসি। খুব আমুদে তাঁরই তাস খেলার উৎসাহ যেন।
যা হয় অত ঘনিষ্ঠ ভাবে সময় কাটাবার ফলে নিজেদেরই অজান্তে ঝর্না ও সুব্রত দুজনে দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। বিষেশতঃ সুব্রতর বোন শুভ্রা মাঝখানে থাকায় তাদের মেলামেশার কোন বাধা রইলনা। সকালবেলায় নদীতে স্নান বিকেলবেলায়, সিনেমা; যাকে বলে ছুটি কাটানো। ঝর্না ঠিক বুঝতে পারে না কি ঘটছে। নাটক নভেলে প্রেম ভালোবাসার কথা অনেক পড়েছে কিন্তু নিজের জিবনে সেটা উপলব্ধি করা অনভিজ্ঞ সপ্তদশী কিশোরীর পক্ষে কি সম্ভব? সে বোঝে না "কেন গো এমন হল?" সে বেচারী কোন কাজে মন দিতে পারে না। মার কাছে বকুনি খায় সময় মত চান খাওয়া না করার জন্য। অকারণে তার চোখে জল আসে মন হু হু করে।
তারপর সুব্রত ও শুভ্রার চলে যাবার দিন এল। তাদের পিসি ও দশবছরের নীপা ঝর্নাকে অনেক বার ডেকে পাঠাল কিন্তু ঝর্না শরীর খারাপের অজুহাতে গেল না। কারণ জানে সে গেলে নিজের মনের ভাব লুকোতে পারবে না। ঝর্নার মনে কোন সন্দেহ নেই সে সুব্রতর প্রতি মনে প্রাণে আকৃষ্ট। কিন্তু সুব্রতর মনের ভাব সম্বন্ধে ঝর্না খুব নিশ্চিত নয়।
শরীর খারাপ শুনে মা এসে কপালে গালে হাত দিয়ে পরীক্ষা করলেন গা গরম কিনা। মা বল্লেন যেন গা একটু গরম। ঝর্না খুব ভালো করে জানে তার গা গরম নয় তার হৃদয়ে তোলপাড় করছে।
ওরা চলে যেতে ঝর্না এত মুষড়ে পড়ল মা দু- একবার সন্দিগ্ধ ভাবে জানতে চাইলেন "সব ঠিক আছে তো ?" মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল "সব ঠিক আছে।"
এক মাস দুমাস করে ছ মাস কাটল। কৃস্টমাসের বন্ধে হঠাৎ সুব্রত এসে হাজির। এবার আর তার বোন আসে নি। সে বাড়ি গেছে। আবার নীপা ঝর্নাকে ডাকতে এল, তাসের আড্ডা বসবে। সুব্রত ওকে দেখে হাসল, গভীরভাবে ওর চোখে চোখ রাখল। ঝর্নার সর্ব শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে বুঝল সেই শুধু সুব্রতর প্রতি আকৃষ্ট নয় সুব্রতও ওর প্রতি আকৃষ্ট। ঝর্নার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সুব্রত একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে বুঝে ঝর্না কোথায় যে তার লালিমা মন্ডিত মুখ লুকোবে বুঝে পেল না। সুব্রতর পিসি এসে ওকে উদ্ধার করলেন, বল্লেন "চল রান্নাঘরে চা জলখাবারের থালাগুলো আনতে সাহায্য দরকার। সুবি তুই কার্ডগুলো কোথায় আছে বার কর। তুই যাবার পর কার্ডগুলোর খোঁজ কেউ জানে না।" রান্নাঘর থেকে ঝর্না শুনল সুব্রত বলছে "আমি একটা নতুন ডেক কার্ড এনেছি।"

খাবার টেবিলে চা ও জলখাবার খেয়ে সেই টেবিলেই তাস খেলতে বসল। শুভ্রা না থাকায় নীপাকে তাস খেলায় নিতে হলো। নীপার মা বা নীপা কেউ পরস্পরের জুড়ি হতে চাইল না। ঝর্না বলল আমিও নীপাকে নিয়ে খেললে হারব। অগত্যা সুব্রত ও নীপা জুড়ি হোলো। নীপা ছেলেমানুষ হলেও মন্দ খেলে না। তার মার উৎসাহ খুব কিন্তু প্রায়ই ভুল খেলেন তারপর সবাইকে বকে ঝকে একাকার করেন।

বেলা চারটে নাগাদ নীপা, সুব্রত ও ঝর্না বেরলো সিনেমা দেখতে। সিনেমা হলে নীপার দুজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। ওরা তিনজন মিলে তিনটে সীট পাশাপাশি নিল। ফলে ঝর্না ও সুব্রতর থেকে ওরা অনেক দূর হয়ে গেল। ঝর্না ও সুব্রত নিজেদের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারল না। পাশে নীপার জায়গায় যে এলো সে একটি ১০/১২ বছরের ছেলে।

ঝর্না ছেলেটিকে চেনে না ছেলেটিও ঝর্নাকে চেনে বলে মনে হলো না। সিনেমা দেখা মাথায় উঠল। ওরা পরস্পরের হাত ধরে বসে রইল। সুব্রত ঝর্নার কানের কাছে মুখ এনে মাঝেমাঝে উষ্ণ কিছু বলতে লাগল। ঝর্নার কখনো এমন কোন অভিজ্ঞতা হয়নি। ঝর্না ভাবতে লাগল এই কি ভালোবাসা , এই কি প্রেম ?

হাফ টাইমে নীপা ও তার বন্ধুরা এল। তারা খুব উত্তেজিত , উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেনের "অগ্নিপরীক্ষা"।

সুব্রত ওদের সবাইকে চপ কাটলেট ও চা খাওয়ালো। সুব্রতর দরাজ হাতে খরচ দেখে ঝর্নার বেশ ভালো লাগল। ছবি শুরু হতে নীপারা নিজেদের সীটে চলে গেল। সুব্রত কোন সময় নষ্ট না করে ঝর্নাকে বলল "কাল ৪টে নাগাদ আমি রাজবাড়ির গোলাপ বাগে অপেক্ষা করবো"।

ঝর্নার পরদিন যেন কাটতেই চায় না। ঘুম ভেঙে গেল ভোরবেলা। ঘন্টায় ঘন্টায় ঘড়ি দেখে। চঞ্চল হয়ে এঘর ওঘর ঘুর ঘুর করছে দেখে মা বললেন তোর আবার কি হলো? ঝর্না বলল "কি আবার হবে, কোন কাজ নেই!" মা বললেন "বেশ তো মাছের ঝোল রাঁধ, তুই মাছের ঝোল বেশ রাঁধিস।" ঝর্না রাঁধতে ভালোবাসে কিন্তু এখন ওর মনের অবস্থা "হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়" তখন মাছের ঝোল রাঁধা বড়ই কষ্টকর।

ঝর্না মাকে কালই বলে রেখেছে তার এক বন্ধুর জন্মদিন। ওকে সাড়ে তিনটেয় বেরোতে হবে। বেশ একটু সেজেগুজে ও যখন বেরচ্ছে তখন হঠাৎ নীপা এসে হাজির। নীপা বলল "কোথায় যাচ্ছ?" ঝর্না থতমত খেয়ে গেল। চট করে মিথ্যেটা বলতে পারল না। আমতা আমতা করে বলল জন্মদিনে নেমন্তন্ন। নীপা বলল "কার জন্মদিন?" ঝর্না পড়ে গেল বিপদে। পাড়ার সবাই সবাইকে চেনে। তার বন্ধুদের নাম করলে তারা হয়তো সবাই পাড়াতেই ঘুরে বেড়াবে। ঝর্না বলল "একে তুমি চেন না কলেজের বন্ধু এখানে নতুন এসেছে"।

যাইহোক উদ্ধার পেয়ে ঝর্না দ্রুত পদক্ষেপে চলতে লাগল। কিন্তু ঝর্নার দেরী হয়ে গেছে। সে রিক্সা খুঁজতে লাগল। ছোট শহর রিক্সার অকুলান বিশেষ - সিনেমার সময়। ঝর্না হন হন করে হাঁটতে লাগল। এত জোরে জোরে হেঁটে ঝর্না হাঁপিয়ে উঠল। কপাল ভালো সিনেমা হলের কাছে এসে একটা রিক্সা পেয়ে গেল।

যতক্ষণে রাজবাড়িতে পৌঁছলো সুব্রত অধৈয্য হয়ে পায়চারি করছে। কতক্ষণ অপেক্ষা করেছে কে জানে ঝর্না একটু অপ্রস্তুত হলো। সুব্রত বলল "দেরী করা আমি পছন্দ করি না" । ঝর্না বলল "Better late than never!" বলে দেরী হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইল। সুব্রত মুহূর্তে গলে গেল। সুব্রত ও ঝর্না একটা সুন্দর পণ্ডের ধারে বসলা। জলে পদ্মফুল এবং বড় বড় মাছ। মাছগুলো পায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করছে। ঝর্না পায়ের চটি খুলে মাছগুলোকে ছুঁতে চেষ্টা করল, মাছগুলো নির্ভীক তারা পালালো তো নাই উল্টে এসে ঝর্নার পায়ে কুট কুট করে কামড়াতে লাগল। ঝর্নার পায়ে সুড়সুড়ি লাগল। সে খিল খিল করে হেসে উঠল। পড়ন্ত রোদ এসে ঝর্নার মুখে পড়েছে, তার পরনে আগুন রংের শাড়ি, সুব্রত ওর দিকে চেয়ে যেন মন্ত্রমুগ্দ্ধ হয়ে গেল। সে ঝর্নার মুখ দুহাতে ধরে তার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালো। ঝর্নার সারা শরীরে রোমাঞ্চ খেলে গেল। কিন্তু সে তক্ষুনি সরে গিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে আর্তস্বরে বলে উঠল না না। সুব্রত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। কুণ্ঠিত ভাবে বলল "কি অন্যয় করলাম?" ঝর্না প্রায় শোনা যায়না এমন সুরে

Texas Sari Sapne

WE ALSO CARRY WORLD WIDE ELECTRONICS

1594 Wood Cliff Drive, Suite E, Atlanta, GA 30329
404-633-7274 • 404-327-6383

Grand Diwali & Navratri Sale

All Chania Cholis, Lehngas, Suits and Saris are at the LOWEST PRICES ever!

Also Specializing in College students (18-25 years) sizes, Pant Suits, Spaghetti Strapped Blouses, Sleeveless, And all the latest fashion for the lowest prices in town!

110V SUMEET GRINDER	SONY CORLESS SPEAKER PHONE 110V/220V
$145.00	**$46.95**

Huge selection of CD's, Audios, DVD rentals and sales.

Motorola GSM 900/1800 Cell Phone with Internet
AM/FM Radio Ear Piece, Best Clip, Face Plate
Was $149.95 Now $69.95

More importantly, you will always receive:
"Service With A Smile"

Open Tuesday-Sunday 11am-8pm

1504 Woodcliff Drive, Atlanta, GA 30329
404-633-7274 • 404-327-6383 (Electronics)
404-633-0009 (Fax)

BENGAL STORE

AND HALAL MEAT

2493 Chamblee Tucker Rd. Chamblee, GA. 30341
Tel: 770-986-4111 * Fax: 770-986-0107

We carry all kinds of Bangladeshi, Indian, Pakistani Groceries, Certified Halal Meats, Sweets, Newspapers, Magazines, and new release movies, dramas, audio cassettes, and DVD's.

We have all kinds of Bangladeshi fishes. We have large blocks of Ayre, Boal, Hilisha, Katol, Pangash, Ruhu, Bacha, Bata, Pabda, Shrimp, Shoul, Long Baim, Poa, Meni, Taki, Tengra, Taposhi, Shing, Magor, Batila, Koral. Some of the small blocks are Kajoli, Batashi, Keski, Mola, Puti, Koi, Chapila, and Chalapata. All at discount prices.

Largest Bangladeshi Store in Atlanta!!!

বলল "আমরা ভবিষ্যৎ জানি না আমাদের সাবধনে এগোতে হবে। যদিও আমি জানতে চাই ভবিষ্যত কি" সুব্রত কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। তারপর ঝর্নার চোখে চোখ রেখে বলল "বিশ্বাস করো আমি সুযোগ সন্ধানী নই। এখনো আমি নিজের পায়ে দাঁড়াই নি নিজের পায়ে দাঁড়ালেই তোমাকে নিজের করে নেব।" কথাগুলো সুব্রত এমন আন্তরিকতা ও দরদ দিয়ে বলল ঝর্নার চোখে জল এসে গেল।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। অন্ধকার হয়ে গেছে। সুব্রত যত্ন করে ঝর্নার হাত ধরে ওকে তুলে নিল। বলল "অনেকটা পথ যেতে হবে এখন রওনা না দিলে দেরী হবে। তোমার বাবা মা চিন্তা করবেন। যদিও যেতে ইচ্ছে করছে না।" ঝর্না বলে ফেলল "আমারো যেতে ইচ্ছে করছে না এত ভালো লাগছিল।" বলে লজ্জিত হল। সুব্রত ওর হাতে হাত দিয়ে একটু চাপ দিল।

ওরা দুজনে পাশাপাশি চলতে শুরু করল। কেউ দেখে ফেলবে এ আশঙ্কা তো আছেই কিন্তু ওরা গ্রাহ্য করলো না। ওরা প্রেমে আপ্লুত ওদের কাছে বাইরের পৃথিবীর যেন কোন অস্তিত্বই নেই। মাঝে মাঝে সুব্রতর শরীর ঝর্নার শরীর স্পর্শ করছে। ঝর্নার কুমারী শরীরে রোমাঞ্চ খেলে যাচ্ছে। শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে। একবার তো মনে হল সে পড়ে যাবে। সুব্রত ওকে স্নেহভরে ওর কোমড় জড়িয়ে ধরে বলল "কি হল?" ঝর্না লজ্জা পেল ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নিল। বাকী পথটা মনে হল হাওয়ায় উড়ে এল। বাড়ি পৌঁছতে দেরী হল। ঝর্না ভাবছিল মায়ের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

বাড়ি ফিরে দেখল মা আশে পাশের গুটিকয়েক প্রতিবেশীদের সঙ্গে গল্প করছেন ঝর্নার দেরী করে ফেরা লক্ষ্য করেছেন কিনা বোঝা গেল না। তিনি কিছু বললেন না।

পরদিন সুব্রত চলে গেল। ঝর্নার মনে হল সারা পৃথিবী শূণ্য। সে খেতে পারে না ঘুমোতে পারে না কোন কাজে মন দিতে পারে না। একা থাকলে সুযোগ পেলেই কাঁদে। এক সপ্তাহে চোখ কোটরে ঢুকে দুই গাল মনে হল কেউ চড়িয়ে ভেঙে দিয়েছে। ঝর্নার রং বাঙালী মেয়ের পক্ষে বেশ ফর্সা কিন্তু সে রঙে কালি পড়েছে।

মা প্রায় প্রত্যেকদিন একবার করে জিজ্ঞেস করেন "কিরে তোর শরীর ঠিক নেই নাকি?" ঝর্না আমতা আমতা করে বলে "পেটটা ভালো নেই অম্বলও হচ্ছে বেশ।" ঝর্না যতোটা পারে মাকে এড়িয়ে চলে। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে পড়ার ঘরে বইয়ে মুখ গুঁজে সময় কাটায়।

ছমাস কেটে গেল। ঝর্নার মনে হল ছ বছর। ইতিমধ্যে সুব্রত আর এল না। ঝর্নার বি. এ. পরীক্ষার প্রথম বছরের পর কোলকাতায় মামাবাড়িতে বেড়াতে গেল। মাস কয়েক রইল। ঝর্নার চোখ সর্বত্র ঘুরছে ট্রাম বাসের জানলায় পথে ঘাটে যদি সুব্রতর সাথে দেখা হয়ে যায়। ঝর্নার মামাতো বোন একদিন বলল "হ্যাঁরে, যখনই বেড়ই তখনি মনে হয় তুই কাউকে খুঁজছিস।" ঝর্না অপ্রস্তুত হাসি হাসল। বলল "কি যে বলিস খুঁজবো আবার কাকে? আমরা মফস্বলের মেয়ে, কোলকাতায় এসে চোখ ফাঁক করে সব আধুনিক সাজ পোষাক চুলের নতুন স্টাইল দেখি।" মামাতো বোন খুব মজা পেল। ঝর্নার কোলকাতা সম্বন্ধে ভালো ধারণা নেই। সে শুধু জানে সুব্রত বালিগঞ্জে কোন হোস্টেলে থাকে। তার মামাবাড়িও বালিগঞ্জে। ঝর্না সবাই কাজে ও স্কুল কলেজে চলে গেলে সে বালিগঞ্জের পথে পথে ঘুরে বেড়ায় যদি তার প্রিয় মানুষটির সাথে দেখা হয়ে যায়। বাড়ি ফেরার সময় হলো। ঝর্না একেবারে হতাশ হয়ে ফিরে এল।

দিন কাটে দিন থেমে থাকা সম্ভব হলে ঝর্নার জীবনে দিন থেমে যেত। চব্বিশ ঘন্টার দিনগুলো যেন কাটতেই চায় না। রাত্রে ভালো ঘুম হয় না।

হঠাৎ একদিন কলেজ যাওয়ার পথে ঝর্না অবাক হয়ে দেখল সুব্রত তার পিসীর সঙ্গে বারান্দায় বসে হাসি গল্পে মশ্গুল। ঝর্না নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। যাকে দেখার জন্য আজ ছমাস চাতকীর মতো পিপাসার্ত ছিল সে চোখের সামনে। মনে হল তার হৃৎপিণ্ড এত আনন্দ সইতে পারবে না। এখনি যেন সেটা হয় ফেটে চৌচির হয়ে যাবে নয় চিরকালের মতো থেমে যাবে।

হঠাৎ নীপার মা ওকে দেখে বললেন "কিরে ঝর্না, কোথায় যাচ্ছিস?" ঝর্না কোনরকমে ফিসফিস করে বলল "কলেজে।" নীপার মা আর কিছু বললেন না। আর সুব্রত সে তো কিছু বললই না। মনে হল সে যেন ঝর্নাকে চেনেই না। ঝর্না একটা বড় ধাক্কা খেল। একি ব্যাবহার, সে তো কোন দোষ করেনি। এরকম উপেক্ষিতা হতে কারো ভালো লাগে না।

প্রেম অন্ধ। দুপুরের ঘটনাটা মন থেকে সরিয়ে আশা করতে শুরু করল সন্ধ্যেবেলায় তাস খেলার ডাক পড়েছে। সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে রাত নেমে এল। রাত নটা বেজে যেতে ঝর্নার সমস্ত আশা ভরসা উবে গেল। সারা রাত ঘুমতে পারল না। এদিকে সকাল বেলায় রেডিওতে কেউ নাকী সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে গাইছে "সই মধুর বিরহ জ্বালা।" ঝর্নার গা জ্বলে গেল। সে জ্বলছে বিরহ যন্ত্রণায় গায়িকা আর সময় পেল না বিরহের গুণগান গাইবার। ঝর্নার মনে হল গায়িকার গলা চেপে ধরে। সেটা সম্ভব না সে রেডিওটায় একটা চাপড় মেরে ঘটাং করে বন্ধ করল। বাবা বললেন "কার রাগটা রেডিওর ওপর দিলি?" ঝর্না লজ্জা পেয়ে বলল "ঘুম পেয়ে রয়েছে, গান শুনতে ভালো লাগছে না।" বাবা বললেন "সেকিরে আমিতো জানি তুই শয়নে স্বপনে গান শুনিস।" ঝর্না মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল। সে মনে মনে ভাবল এই ঢাকার ভেতর শুয়ে শুয়ে মরে গেলে বাঁচে। সে এ মুখ আর জগৎ সংসারে দেখাতে চায় না। সে না চাইলে কি হবে তার বন্ধু বুণা এসে ওকে ধাক্কা মেরে উঠাল। "কিরে এখনো শুয়ে? দশটায় পরীক্ষা রয়েছে সে কথা কি ভুলে গেছিস?" ঝর্না সত্যিই ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু মুখে বলল "কাল অনেক রাত অবধি পড়ে ভোরে ঘুমিয়ে পড়েছি।"

ঝর্না তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে চান করে নিল। মা টেবিলে চা জলখাবার গুছিয়ে দিলেন। পরটা ও আলু পেঁয়াজের ছেঁচকি। ঝর্নার প্রিয় জলখাবার কিন্তু আজ তার কিচ্ছু মুখে দিতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু অভূক্ত অবস্থায় বাড়ি থেকে বেরলে মায়ের জেরা ভীষণ হয়ে উঠবে। মা বুনাকেও একথালা পরোটা ও চচ্চড়ি দিয়েছিলেন। সে বেশ বড় বড় গ্রাসে প্রায় শেষ করে এনেছে। ঝর্না নিজের থালার কতকটা মায়ের অলক্ষ্যে বুনার থালায় পাচার করতে যেতেই বুনা "আহা হা" করে উঠল। ঝর্না করুণ মিনতি করে বলল "বিশ্বাস কর বমি হয়ে যাবে।" বুনা কিছু না বলে সব শেষ করলো। ঝর্নার মনে হল বুনা বোধহয় কিছু না খেয়ে এসেছিলো। ওর মা নেই বাড়িটা চলে একটা মেসের মতো। যে যখন ইচ্ছে আসছে যাচ্ছে খাচ্ছে না খেলেও কেউ দেখার নেই। তাই বুনার ওপর মার স্নেহ একটু বেশী। যখনই সে আসে মা ওকে খাইয়ে দেন। ভালো কিছু রাঁধলে ডেকে পাঠান বা ওকে না পেলে তার জন্য আলাদা করে তুলে রাখেন। মাতৃস্নেহ এমনই জিনিস যে শুধু নিজের সন্তানের প্রতি বিকীরণ করেও সূর্যের আলোর মতো আরও কতো জায়গায় পড়ে।

বুণা তার প্রিয় বান্ধবী। ঝর্না তাকে সুব্রতর কথা বলেছে। সব শুনে বুণারও সুব্রতকে পছন্দ হয়েছে।

ওরা যখন নীপাদের বাড়ির কাছাকাছি এল ওরা দেখল সুব্রত বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, ঝর্না ও বুণা দুজনেই আশা করেছিল সুব্রত ওদের সঙ্গে কথা বলবে। ওরা প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সুব্রত ওদের দেখে এবাউট টার্ন করে বাড়ির মধ্যে সুট করে ঢুকে পড়ল। ওর এই অস্বাভাবিক আচরণে যার পর নাই অবাক হল। ওরা দুজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। ধীরে ধীরে ঝর্নার মুখ অপমানে কালো হয়ে গেল। কত কষ্টে যে চোখের জল আটকালো সে শুধু সেই জানে। বুণা তার দরদী বন্ধু, ঝর্নার মনের অবস্থা সে বুঝল। কিছু না বলে ওর কোমর জড়িয়ে খুব ঘনিষ্ট হয়ে হাঁটতে লাগল। দুই সখীতে কোন কথা হল না, কিন্তু কোন কথা না বলে তাদের মধ্যে যেন কত কথাই হয়ে গেল।

দিন কাটে! মাস কাটে, বছরের পর বছরও কেটে গেল। ঝর্নার মনের ক্ষত কিছুটা সেরেছে। ক্রমেই সম্পূর্ণ সারবার দিকে চলেছে। ঝর্না লেখাপড়ায় মন দিল। সে কোন কালে খুব একটা ভালো ছাত্রী ছিল না কিন্তু অন্য সব থেকে মন সরিয়ে সে লেখাপড়ায় মন দিল।

বি.এ. তে তার খুব ভালো রেজাল্ট হল। সে এম. এ. তে ভর্তি হল। এক বছর পরে সে কোলকাতা গেল। ইতিমধ্যে বুণার বিয়ে হয়ে গেছে। সে এখন কোলকাতায় থাকে। স্বামী লোকটি এত ভালো বিয়ের পরেও বুণার সঙ্গে ঝর্নার বন্ধুত্বে এতটুকু চিড় ধরে নি। বরং তাদের বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়েছে। ঝর্না ওদের কাছেই উঠল।

এক সপ্তাহ তাদের সঙ্গে হৈ হৈ করে কাটল। ঝর্নার মনেই পড়ে না এত আনন্দে কবে দিন কেটেছে। পরের সপ্তাহে সে মামা বাড়ি যাবার প্লান করল।

বুণা ওকে কিছুতেই একা যেতে দেবে না। ওর প্রতিবেশীর ৮ বছরের ছেলেকে সঙ্গে দিল। একটাই বাস কোন চেন্জ নেই। পূর্ণ সিনেমার পেছনে মামারা পৈতৃক বাড়িতে উঠে এসেছেন।

পূর্ণ সিনেমার সামনে নেমে ভাবছে হরিশ মুখার্জী রোডটা ঠিক কোথায় হবে। ঝর্না অদিক ওদিক তাকিয়ে ভাবছে কাকে জিজ্ঞেস করা যায়; তখন সঙ্গের ওর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

পেছন দিকে তাকিয়ে ঝর্না চমকে উঠল! ঠিক ওদের পেছনে সুব্রত দাঁড়িয়ে। দেখে মনে হল ওদের নামতে দেখে সেও চলন্ত বাস থেকে নেমেছে। ঝর্নার হৃতপিন্ড একবার লাফিয়ে উঠেই মনে হল থেমে গেল।

সে নিজেকে সংযত করে খুব ধীরে ধীরে প্রায় যেন অচেনা কাউকে জিজ্ঞেস করছে "হরিশ মুখাজ্জী রোডটা কোথায়?" সুব্রত বল্ল, "রাস্তা ক্রশ করলেই হরিশ মুখাজ্জী রোড।" ঝর্না কিছু না বলে রাস্তা ক্রশ করল। কিন্তু বড় রাস্তা থেকে হরিশ মুখাজ্জী রোডে ঢোকার আগে ঝর্না পেছন ফিরে একবার না তাকিয়ে পারল না। দেখল সুব্রত বজ্রাহতর মত তখনও তাকিয়ে রয়েছে। মনে হল সে সর্বহারা!

আজ তিরিশ বছর বাদেও ঝর্না তার পরিপূর্ন সংসার কাটিয়েও কখনও কখনও নিজের মনে ভাবে, সেদিন যদি অমন করে মুখ ঘুরিয়ে চলে না আসত! তাহলে জীবন সম্পূর্ন অন্যরকম হত হয় তো।

নরখাদক

সুস্মিতা মহলানবীশ

সৃষ্টি - তুমি দিলে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের মাঝে সৌন্দর্য্য,
আজ পরাজিত পাষান নরখাদকের হাতে।
কুৎসিত হিংসার দাবানলে জ্বলে
সর্বত্র হাহাকার তোলে, শতশত অট্টালিকা ধূলিসাৎ হয়ে
কোটি কোটি মানুষের গোরস্থান গড়ে।
ধর্মের ধ্বজা অসম্মান জানায় সৃষ্টির প্রয়াসকে।
এক - দুই - তিন নম্বর রণে, গড়ে ওঠা লোহিত সাগরে
অসহায় নির্দোষ প্রান ভেসে যাবে।
নরখাদক ব্যতীত কি লোহিত সাগরের জল রক্তরাঙা হবে ?

গল্প লেখা

সুস্মিতা মহলানবীশ

ভাবছি পুজোতে সুন্দর একটা গল্প লিখব, লিখলামও, কিন্তু যেই না গল্পটা বড়োবাবুকে দেখালাম অমনি সেটা নাকচ হয়ে গেল। বড়োবাবু বললেন - না হে ঐ গল্পটা নেওয়া যাবেনা, লেখাটা বড়ো প্রানবন্ত ছিল সত্যি কথা কিন্তু .....। কিন্তু কি ? তুমি যা লিখেছ সেটা কাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছ এটা জলের মত পরিস্কার, মোটামুটি সবাই বুঝে যাবে, অতএব ঐ লেখা নাকচ।

আমিও লক্ষ্য করেছি যে আমি যখনই কিছু লিখি কিছু লোক সেটা পড়ে তাদের পরিচিত কারো সম্পর্কে লেখা কিনা বা ঘটনাটা সত্যি কিনা তা জানার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কাল্পনিক ঘটনা ও কাল্পনিক চরিত্র এতটা সম্মান পায় দেখে মনটা আমার আনন্দে ভরে ওঠে। এবারের লেখাটা সোজাসুজি নাকচ হয়ে যাওয়ায় ভাবলাম - যাঃ তাহলে আর লিখছি না, কিন্তু আমি যে তাকে বলেছিলাম এবারে একটা বড়ো করে গল্প লিখব ? কি করি ভেবে না পেয়ে তাকে পুরো ঘটনাটা বললাম, সে সব কিছু শুনে বলল - এবারে বরং মনুষ্যচরিত্র বাদ দিয়ে গাছপালা পশুপাখী বা অন্য কিছু একটা নিয়ে লেখো তাহলে তোমার ঐ লোকদের কোন পরিচিত চরিত্র নিয়ে লিখলে কিনা তা জানার জন্যে আর মাথাব্যথা হবে না।

দোটানায় পড়ে গিয়ে চেয়ারটা বারান্দায় টেনে নিয়ে বসলাম। হায় ঈশ্বর, কি লিখব, সেই তো আবার মানুষ, কখনো রাস্তা দিয়ে, কখনো বাস ট্রাম ভর্তি হয়ে চলেছে। সে এক কাপ চা হাতে দিয়ে বলল - ঐ দেখোনা টবের গাছগুলিতে কি সুন্দর ফুল ফুটেছে তা নিয়ে হয়তো তোমার কাব্য গড়ে উঠতে পারে। চায়ে চুমুক দিয়ে হেসে বললাম - তাহলে যে তোমার মত দেবীকে ঐ ফুলের সঙ্গে টেনে আনতে হবে তার সৌন্দর্য্যের জন্যে, আর তাতেও সবাই একটা না একটা কিছু বুঝতে পারবে। সে বলল - আমাকে কেন ওখানে টানতে হবে, দেখছো না কি সুন্দর প্রজাপতিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরই তো লেখার মধ্যে ঢোকাতে পার। হেসে বললাম, সবই তো দেখছি তোমার চোখের সামনে চলাফেরা করছে, তুমিই বরং লেখো। তাতে বলল - আমি তোমায় বরং কিছু মালমশলা যোগাড় করে দিতে পারি তুমি তা দিয়ে অট্টালিকা তৈরি করে তোল। আমি বললাম, না, তা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। শুনে বলল - ঠিক আছে আমি এখন যাচ্ছি, দেখবে তোমার মাথা থেকে কত কিছু বেরোচ্ছে।

এই বলে সে ভেতরে চলে গেল আর আমি বোকার মত প্রজাপতিদের গতিবিধির দিকে তাকিয়ে রইলাম। দেখতে লাগলাম কেমন সুন্দর পাখা মেলে ওরা ব্যস্ত হয়ে উড়ে চলেছে, একটার পর আর একটা ফুলের ওপরে এসে বসছে আবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অন্য কোথাও যাবার চেষ্টা করছে। ওদের দেখে আমার মনে হল যে ওরা খুবই সুন্দর কিন্তু বড়োই চঞ্চলমতির, কোথাও দুদন্ড সুস্থির হয়ে বসতে পারে না, এই অস্থিরতা ও চঞ্চলতার মধ্যেই ওদের প্রান। নাঃ, এই অস্থিরমতির সুন্দরীদের প্রতি দৃষ্টি রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, ধীরস্থির অন্য কিছু পেলেও বা মনোযোগ সহকারে তাদের বিশ্লেষন করা যেত। আবার ভাবলাম দুটো প্রজাপতিকে চোখে চোখে রেখে শুধু তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করি, কিন্তু একটু পরেই দেখি যে তারা আধ মিনিটের মধ্যে দৃষ্টির অগোচরে গিয়ে অন্যগুলোর সঙ্গে মিলে হারিয়ে যায়। তখন ভাবলাম কেন এরা সুস্থির হয়ে বসতে পারেনা, কিসের এত ব্যস্ততা এদের ?

এই সব ভাবতে ভাবতে কখন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম হঠাৎ একটা ভুঁভুঁ শব্দে আমার সম্বিৎ ফিরে আসল। দেখলাম হলুদের ওপর কালোজ্যাকেট পরা একটা ভোমরা গিয়ে বসছে একটা ফুলের ওপর। মনে হল সে একটু একটু করে যতটা পারে ফুলটার মধ্যে ঢুকে যাবার চেষ্টা করছে। বেশ কিছু সময় ভোমরাটা ঐ ফুলের সঙ্গে মিশে রইল। কৌতুহলের বশে ভাবলাম, দেখিতো ভোমরাটা একটুও নড়ছে না কেন। একটু একটু করে এগিয়ে গেলাম ফুল তথা ভোমরাটার কাছে। অসতর্কতার জন্যে হোঁচট খেয়ে পড়লাম ও ফুলগাছটারই ওপরে। ভোমরাটা নিঃশব্দে ফুলে বসে হয়তো মধু আস্বাদন করছিল তাতে ব্যাঘাত ঘটায় প্রচন্ড রেগে গিয়ে আবার ভুঁভুঁ শব্দ করে আমার দিকে তেড়ে আসল। বাইরে বসে গল্পের মালমশলা খোঁজার আশা বাদ দিয়ে দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা খুব শক্ত করে বন্ধ করে দিলাম।

ঘরে ঢুকে ভাবলাম, গল্পের মালমশলা খুঁজতে আর আমি কোথায় যাব ? অতএব আমার লেখার কাগজটা সাদাই পড়ে রইল।

Tulip Fields

Monalisa Ghosh

Flashing light glints off glass,
Tilts upward, as the sun's rays dance
Endless oceans of tulip ripple below,
Becoming swirling, dizzy sun sweet waves.

They grow and crash bringing with them
Splashes of variance to cover the land.
The nectar running through the tulip roots
Is blood to bring dull earth to life.

But beauty was never needed there,
What once was grown, was grown with care.
Now these sights so heavenly and wild
Descend into hearts with serenity.

Now rolling plains once gold with wheat
Lie under blankets of silk tulips, blooming sweet.
Beauty has taken over this worked land,
Exhausted it rests, soothed by drips of petal.

The weathered blades of old windmills slowly turn.
Quiet forces, the power of wind,
Parallels the power of beauty within.

[This poem received ***The Editor's Choice award*** from Poetry.com and The International Library of Poetry. This poem, nationally selected along with thirty two other poems, was published in a 3-CD special album – ***The Poetry of Music***.

Monalisa Ghosh has published a number of poems in national magazines. She is a ***Distinguished Member*** of International Society of Poets and has recently been nominated to receive ***Poet of Merit*** award. Monalisa (15) is a senior in Alabama School of Mathematics and Science.]

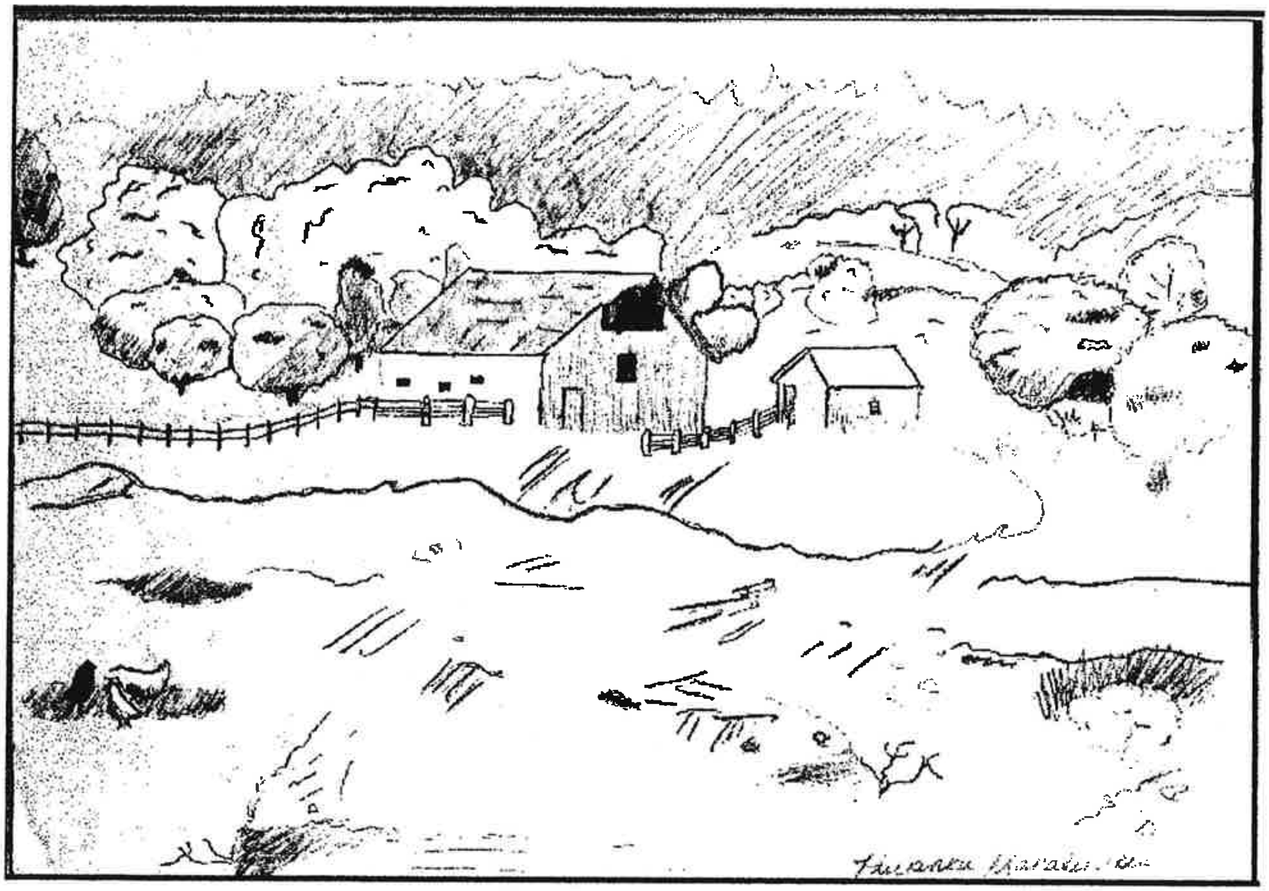

Drawing by Priyanka Mahalanabis

Halloween Night

Sampriti De

It was Halloween night,
And a voice shrieked in fright!
I also had seen a witch,
I asked what her name was,
she said it was Mitch.
She showed me several horrid-looking goons,
Who were laughing and popping balloons.
Then I saw a body with no head,
And eyeballs peering at me from a bed!
But that was when I had to scream,
Then I woke up from the awful dream.

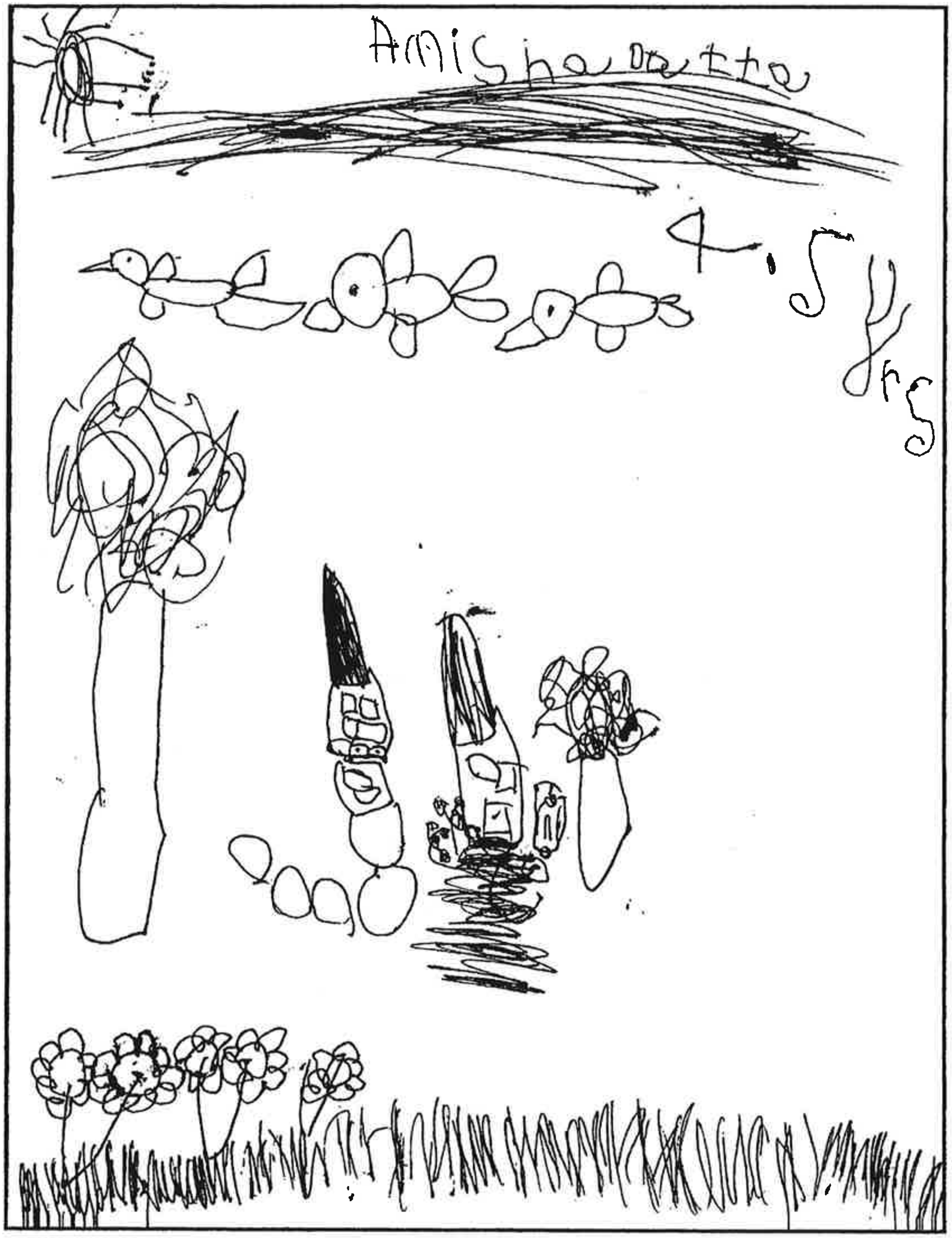

Drawing by Anisha Dutta

Gold Nugget

Shyamali Das

Two young people a man and a Woman woke up in a sunny morning with delightful mood. Last night they had seen a Dream that they founded a Map or direction for Gold mine. Next day they decided they would start journey for the Dream Land! No matter at any cost, like lost touch of family, parents or childhoods friends even lost the value of life. Every body wishes them good luck, they have no money no lands no identity. Only they little pieces of diamond call (Education). They have plane that they will exchange their diamond for gold nugget. Before the start of journey their Grand Ma! Remind them about faith of religion and discipline, at any places at any moment remember that Oh! Mighty god save me from the danger. Then second request come from their baby bother will we go with you: but elder bother answer no not right now (Grow up, study hard, and we will wait for you that dream land. Baby bother ask what we will study. Big bother say one word Computer!! Any way journey start for the gold mine. On dream journey was very smooth but practical life it was very unpleasant, no money no land no identity, road is very rough. Lost emotion lost touch of all family only man and woman both are same focus for gold mine. Sunshine, thundercloud, and rain make them closer each other. Finally, they founded the Gold mine hip hip hurray! Right now, time t collect and put in the bucket. One bucket, two bucket, three bucket, bucket after bucket then they field tried they decide they will stop after ten bucket, but when ten bucket full they wanted one more bucket, one more one more. So much temptation, after one bucket full man say lets go back to our home land but woman say No one more bucket. Next day woman day that's enough lets go but man say No one more, every hours every day months after months years after years gone they could not realize so may years gone. Baby bother turning to a young man and he has same dream and he started for same journey. Man and woman welcome them with open heart and finally re-union with a big family. Every body happy every body singing a new song Healthy, happy and prospers life. Happy and freedom. Oh no! Where the monster come from, Look he is eating every single piece of gold my god stock market down so much, Look at mortgage rate Oh no look so many houses on sale side of the road. Mr. Dow and Mr. Index on the roller coaster. The monster could not recognize us what land we come from What we will do, Oh mighty god save us from this monster Man and Woman rember Grand father use to sing a song to call mighty god Jago Durga ! Jago Josodha Jago Bishwa mata! So Man and Woman call his Dream land family and tell them Lets pray Oh mighty god save us!

Afghanistan

Amitava Sen

Call me not
to battle cries with bombs bursting in air
to the waving of flags and cheering of might
as we grind to dust
the remains of civilizations
vanquishing the fragile hopes
of a battered people

The storm that rages
is too tumultuous
for my mending heart

Call me
when the dust has settled
when your enemy is defeated

Call me
when yoiu need a helping hand
to rebuild, renew, rekindle
the dreams of my friends and brothers
Afghanistan

God Bless America!

Deepanita Jotirmoye Chakraborty

The official period of mourning has come to an end.

Yet, we
continue
to feel
the loss
of family
and
friends.
My grandparents
home in 1945.
The World Trade Center
in 2001.

Stolen are our homes, gardens,
offices, and shops.
Loved people and places taken from us in
such a senseless way.
Brings a new purpose to this day
From this point
They look down upon us from heaven
The stars shine and we remember their smiles
We also feel their brightness pierce and warn
This is no longer the time to mourn
we must do things differently, but how?
We must move forward with courage and live each day
Be kind to others, be tolerant, think, learn, show respect, yet remain careful of those who may
Not share our morals and try to destroy
Our freedom, our peace, our pride and joy --we must protect
There is no need to go to extremes. America welcomes all to achieve their dreams
Yet we are vigilant and ever shall be. We learn from our mistakes, as the world can see
Each individual can do his/her part with pride and joy and hope in their heart for
our country by being true, by giving what we can, time,
resources, ideas, and hope.

Amid all the loss, there is Hope. Our peace of mind shaken, not taken away. Changes made. Some will say unfair, drastic, overt, too much --- No! It is not! It is better than any other place. Our goals and our dreams will never again be placed in the hands of thieves. They will try to rob us of freedom.

We pray and feel strong as we prepare to right the wrong. We can find a balance and preserve our dreams.

All America needs is intelligence, understanding, and prayer. The blessings of God – whatever one believes. What's in a name? Nothing. The concept should be the same. God will protect us from the dangers of this world and teach us how to make it a better place. We will enjoy peace and prosperity again.

Changes will happen and standards will rise. New inventions will cleanse the skies, the waters, the earth, and the air.

The American spirit, they can never destroy. The blood of one color, every girl, every boy brings wisdom from many a past. The future, we are one -- one nation under God: United We Stand! Courage will move us forward. Never again will such nightmares appear, in these United States, which we hold dear.

জয় মা কালী বোর্ডিং

নির্দেশনা	দীপঙ্কর মিত্র
ব্যবস্থাপণায়	শ্যামলী দাস শবরী রায় সুশান্ত সাহা
আলোকসম্পাতে	পি কে দাস
সঙ্গীত পরিচালনায়	শ্যামলী দাস অমিতাভ সেন
প্রম্পটার	শঙ্কর সেনগুপ্ত
অন্যান্ন সাহায্য	কুণাল মিত্র রাজীব ভট্টাচার্য্য

কোলকাতা শহরে বাড়ী ভাড়া পাওয়া মুশকিল। সোসাইটীর গণমান্য বাড়ীওয়ালারা ঘরে তালা দিয়ে রাখবেন, তবু ঘর ভাড়া দেবেননা। পাছে লোকে ভাবে অভাবের দায়ে বাড়ী ভাড়া দিতে বাধ্য হয়েছেন। এরকমই একটা সংসার বিপুলবাবু, তাঁর স্ত্রী পদ্ম ও মেয়ে শেফালীকে নিয়ে।

বাড়ী ভাড়া যদিও বা দেওয়া হয়, তাও সাংসারিক লোকেদের। অবিবাহিত লোকেদের ভাড়া দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

তাই জয় মা কালী বোর্ডিংহাউস ছাড়া কোন উপায় নেই আজকের ছেলে ছোকরাদের। তবে এই বোর্ডিং হাউসের অবস্থা খুবই খারাপ। জানালার পাল্লা নেই, ছাদে ফুটো - বৃষ্টিতে জল পড়ে, ঘরে আলো নেই। বোর্ডিং হাউসের হত্তা-কত্তা-বিধাতা গজানন বাবু মা কালীর হাতেই বোর্ডিংয়ের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার ভার সপেঁ দিয়েছেন। তবে মাসের প্রথমে ভাড়া আদায় করার ব্যাপারটা তিনি খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেন।

গজানন বাবুর খপ্পর থেকে বেড়িয়ে কি করে বিপুলবাবুর বাড়ীতে ঘর ভাড়া নিয়ে ঢোকা যায় - সেই নিয়ে আমাদের আজকের এই নাটক ‘ জয় মা কালী বোর্ডিং’।

চরিত্র		শিল্পী
পদ্ম	বিপুলবাবুর স্ত্রী	সুতপা দাস
শেফালী	বিপুলবাবুর মেয়ে	শবরী রায়
দীননাথ	বোর্ডিংহাউসের চাকর	গৌরাঙ্গ বণিক
গজানন	বোর্ডিংহাউসের মালিক	দীপঙ্কর মিত্র
রামকানাই	বোর্ডার	অমিতাভ সেন
শ্যামল/ শ্যামলী	বোর্ডার	কান্তি দাস
দিলীপ/দিপালী	বোর্ডার	শুভজিত রায়
কল্যাণ	বোর্ডার	সুশান্ত সাহা
অখিল	বোর্ডার	অনিন্দ্য দে
বিপুল বাঁড়ুজ্যে	বাড়ীওয়ালা	মৃদুল পাল
সরোজ	লর্ডফ্যামিলির ছেলে	প্রসেনজিত দত্ত
শিবশঙ্কর	কল্যাণের বাবা	প্রসেনজিত দত্ত

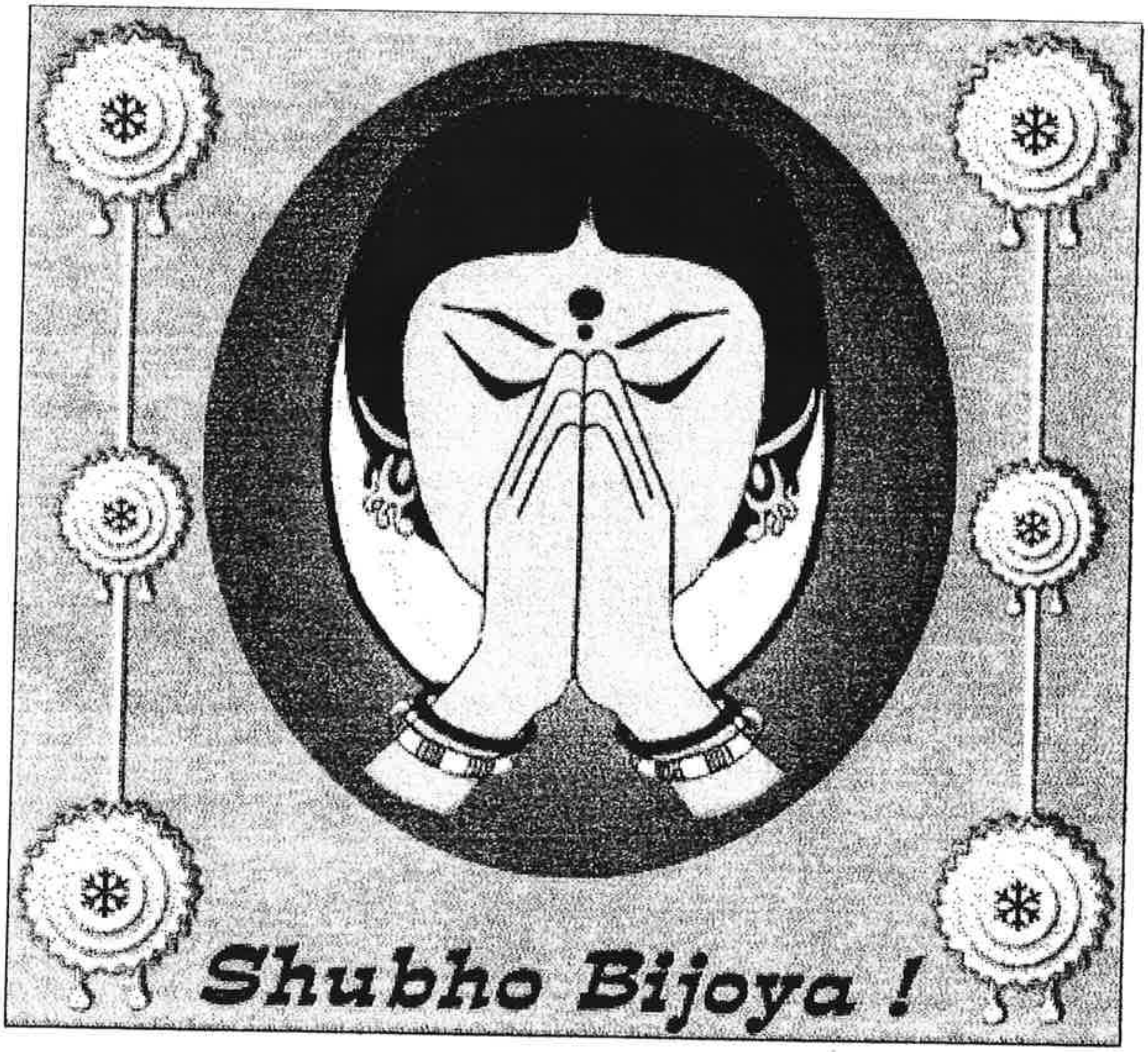

With Best Wishes and Heartfelt Thanks from all of us at

Pujari

Atlanta